www.murchona.com

Mojar Bhoot by Humayun Ahmed

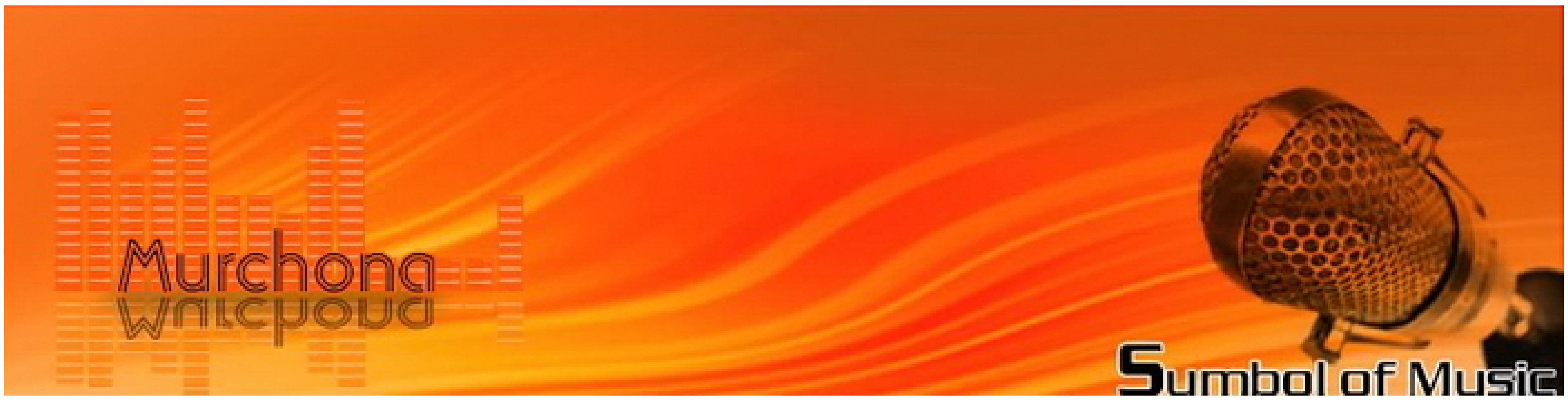

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

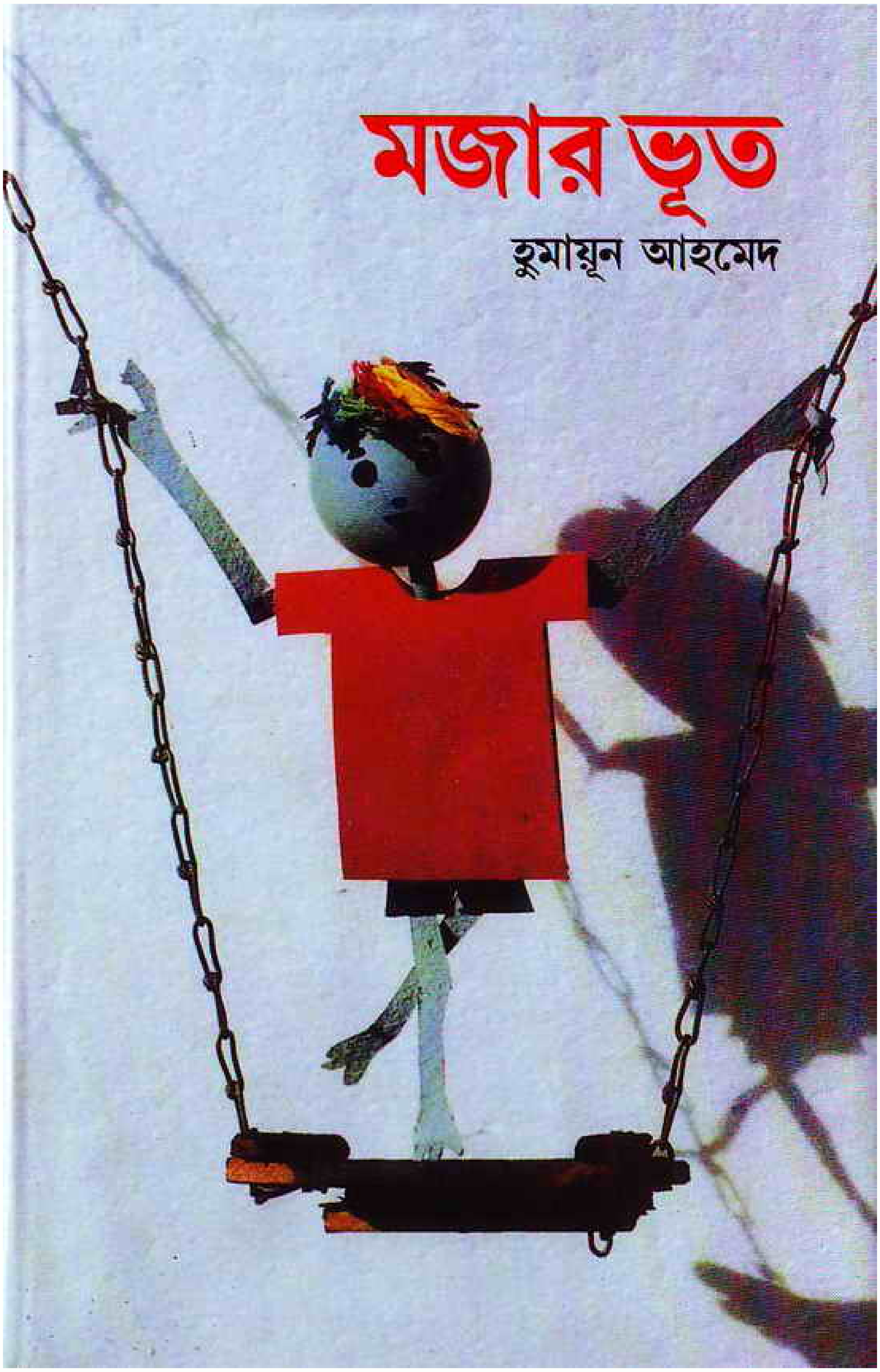
মজার ভূত
হুমায়ূন আহমেদ

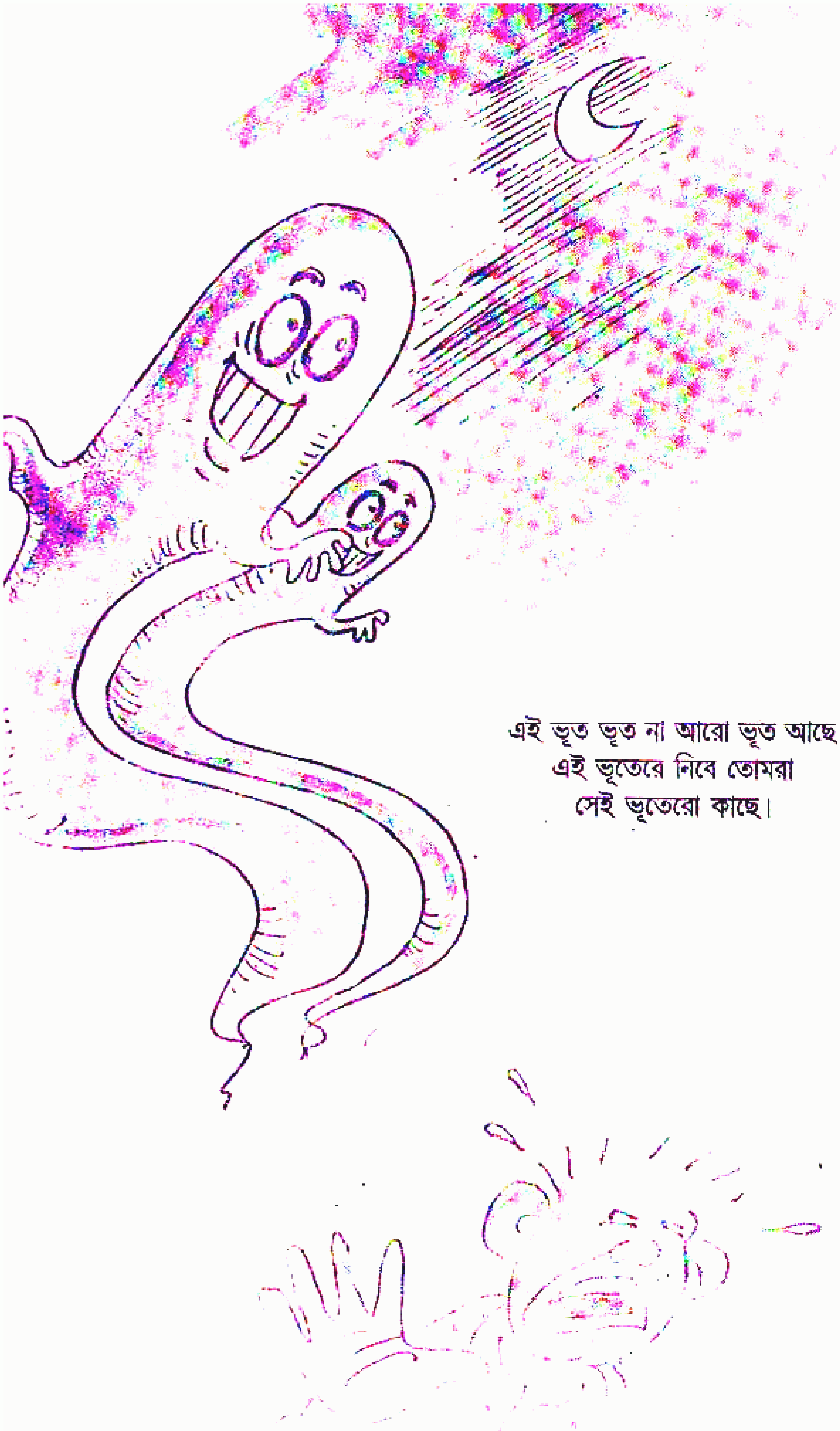

এই ভূত ভূত না আরো ভূত আছে
এই ভূতেরে নিবে তোমরা
সেই ভূতেরো কাছে।

মূর্ছনা
www.murchona.com
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
Archives of Bengali eBooks, Muzic & Videos
suman_ahm@yahoo.com

মিরখাইয়ের অটোগ্রাফ

নীলগঞ্জ হাইস্কুলের হেডমাস্টার জাহেদুর রহমান সাহেব নীতুর বড়মামা। বড়মামাকে নীতুর খুব পছন্দ। তিনি অন্যসব হেডমাস্টারদের মত না — পড়া ধরেন না, গম্ভীর হয়ে থাকেন না, একটু হাসাহাসি করলেই বিরক্ত হন না। গল্প বলতে বললে — গল্প শুরু করেন। সুন্দর সুন্দর গল্প, তবে নীতুর ধারণা, বানানো গল্প।

বানানো গল্প শুনতে নীতুর ভালো লাগে না। তার সত্যি গল্প শুনতে ইচ্ছে করে। সে গল্প শুনতে চায় কিন্তু প্রথমেই বলে নেয় — সত্যি গল্প বলতে হবে।

আজ নীতুর মামা জাহেদুর রহমান সাহেব একটা ভূতের গল্প শুরু করেছেন। তাঁর সামনে এক বাটি মুড়ি। বড় চায়ের কাপে এক কাপ চা। তিনি মুড়ি খাচ্ছেন এবং চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন। নীতু তার সামনেই উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। দু' হাত দিয়ে মাথা তুলে রেখেছে। খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মামাকে দেখছে এবং বোঝার চেষ্টা করছে মামা সত্যি গল্প বলছেন, না মিথ্যা গল্প বলছেন। মিথ্যা গল্প হলে সে শুনবে না।

নীতুর বয়স বেশি না। এবার ক্লাস থ্রীতে উঠেছে। তবে তার খুব বুদ্ধি। গল্পের সত্যি-মিথ্যা সে চট করে ধরে ফেলে। ঐ তো সেদিন কাজের বুয়া তাকে গল্প বলেছে —

> এক দেশে ছিল একটা বাঘ। মাঘ মাসের শীতে বাঘ হইছে কাহিল। কাপড়ের দোকানে গিয়া বলছে, মিয়া ভাই, আমারে একখান গরম চাদ্দর দেন। শীতে কষ্ট পাইতাছি . . .

নীতু বুয়াকে কড়া করে ধমক দিয়েছে। সে কঠিন গলায় বলেছে, মিথ্যা গল্প বলতে নিষেধ করেছি। এটা তো মিথ্যা গল্প।

বুয়া অবাক হয়ে বলেছে, কোনটা মিথ্যা?

'বাঘ কি কথা বলতে পারে? বাঘ কি দোকানে যেতে পারে?'

www.MurchOna.com

'কথা তো সত্য বলছেন আব্বা . . . কিন্তু . . . '

'থাক বুয়া, তোমাকে গল্প বলতে হবে না।'

নীতু খুব সাবধানী। কেউ তাকে ঠকাতে পারে না। বড় মামাও পারবেন না, চেষ্টা করলেও না। সে ঠিক ধরে ফেলবে।

নীতু বলল, কই বড় মামা, তারপর কি হল বল।

জাহেদুর রহমান সাহেব বলবেন, মুড়ি খেয়ে নেই।

'উহুঁ, তুমি খেতে খেতে বল।'

জাহেদ সাহেব চায়ের কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে বললেন, তখন আমার যুবক বয়স। চাকরির সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। খবর পেলাম, চিটাগাং পোর্ট–এর স্কুলে একজন

'মামা, মিথ্যা গল্প না তো?'

'অসম্ভব। আমি মিথ্যা গল্প বলি কি ভাবে? স্কুলের হেডমাস্টার মিথ্যা বলে কখনো শুনেছিস?'

'আচ্ছা বেশ, বল।'

'কতদূর বলেছি?'

'তোমার তখন যুবক বয়স . . .'

'ও হ্যাঁ, খবর পেলাম, চিটাগাং পোর্টের স্কুলে ইংরেজির একজন শিক্ষক নেবে ...'

'মামা, তুমি কিন্তু একটু আগে বলেছ অংকের শিক্ষক। তুমি মিথ্যা গল্প শুরু করেছ।'

'আরে না, ওরা একজন শিক্ষক নেবে, তাকে অংক–ইংরেজি দুটো পড়াতে হবে। এখন বুঝলি?'

'হুঁ।'

'ইন্টারভিউ দিলাম। চাকরি হয়ে গেল। ভাল বেতন। কর্ণফুলি নদীর উপর বিরাট বাসা ভাড়া করলাম। তখন বাড়িভাড়া ছিল সস্তা। দু'শ–তিনশ' টাকায় আলিশান বাড়ি যাওয়া যেত।'

'আলিশান বাড়ি মানে কি মামা?'

'আলিশান বাড়ি মানে রাজপ্রাসাদ।'

'তুমি রাজপ্রাসাদে থাকতে?'

'গরীবের রাজপ্রাসাদ বলতে পারিস। দুটা শোবার ঘর। বসার ঘর। টানা বারান্দা। দোতলা বাড়ি। একতলায় টেক্স অফিস। দোতলায় আমি থাকি। আলো–হাওয়া খুব আসে। সমুদ্রের ওপর বাড়ি হলে যা হয়।'

www.MurchOna.com

ভূতের বাচ্চা টান দিয়ে আমার গা থেকে লেপ সরিয়ে ফেলল

www.MurchOna.com

'মামা, তুমি একটু আগে বলেছ নদীর উপর বাড়ি।'

'কর্ণফুলি নদী সেখানে সমুদ্রে পড়েছে। কাজেই নদীর উপর বললে যেমন ভুল হয় না, সমুদ্রের ওপর বাড়ি বললেও ভুল হয় না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দক্ষিণে তাকালে সমুদ্র দেখা যায়, আবার পশ্চিমে তাকালেই নদী। এখন বুঝেছিস?'

'হুঁ। তারপর কি হয়েছে বল।'

'বাড়িটা ছিল লোকালয়ের বাইরে। দিনের বেলায় একতলার অফিসে কাজকর্ম হত। লোকজনে গমগম করত। সন্ধ্যাবেলা সব শুনশান।'

'শুনশান কি মামা?'

'শুনশান হল — কোন শব্দ নেই। নীরব। ভয়ংকর নীরব।'

'তারপর?'

'তারপর একদিন কি হয়েছে শোন। কাজে আটকা পড়েছিলাম অফিস থেকে ফিরতে অনেক দেরি হল . . . '

'অফিস বলছ কেন মামা — তুমি না স্কুলে মাস্টারি কর — !'

'বাবারে, স্কুলেও তো অফিস আছে। ছাত্র পড়ানো শেষ করে সেই অফিসে হেডমাস্টারের সঙ্গে মিটিং করতে গিয়ে দেরি। এই জন্যেই অফিস বলছি।'

'ও আচ্ছা।'

'আমি দুপুরে বাইরে খেয়ে নেই। রাতে নিজে রেঁধে খাই। চারটা চাল ফুটাই, আলুভর্তা করি, একটা ডিম ভাজি। গাওয়া ঘি গরম ভাতের উপর ছড়িয়ে আলুভর্তা দিয়ে ভাত খাওয়ার মজাই অন্য . . .।'

'আমার আলুভর্তা আর গাওয়া ঘি দিয়ে ভাত খেতে ইচ্ছে করছে মামা।'

'এখন খাবি?'

'হুঁ।'

'একটু আগেই তো খেলি। খাওয়ার কথা শুনে খিদে পাওয়া, ভূতের কথা শুনে ভয় পাওয়া — এসব তো ভাল লক্ষণ না। এসব হল জটিল এক রোগের লক্ষণ। রোগটার নাম হচ্ছে — 'শোনা রোগ'। এই রোগ হলে শোনা কথায় আক্কেল গুড়ুম হয় . . .।'

'তুমি গল্প বাদ দিয়ে অন্য কথা বলছ —'

'আমি অন্য কথা বলতে চাইনি, তুইই তো অন্য কথা নিয়ে এলি। যাই হোক, গল্প শুরু করি — কি যেন বলছিলাম, ও হ্যাঁ, আমার বাসা যে এলাকায়, সে এলাকাটা সন্ধ্যার পর শুনশান নীরব হয়ে যায়। সেইদিন বাসাটা অন্যদিনের চেয়েও নীরব। হোটেলে চারটা ভাত খেয়ে যখন ফিরছি — '

'মামা, তুমি এক্ষুণি বললে আলুভর্তা দিয়ে গাওয়া ঘি দিয়ে ভাত খেলে?'

www.MurchOna.com

'তোকে গল্প বলাই এক যন্ত্রণা! সবটা না শুনেই জেরা শুরু করিস। পুরোটা শুনে তার পরে জেরা করবি। ঠিক করেছিলাম, বাসাতেই রেঁধে খাব। রাঁধতে গিয়ে দেখি চুলা ধরানো যাচ্ছে না। এক ফোটা কেরোসিন নেই। বাধ্য হয়ে হোটেলে খেতে গেলাম।'

'ও আচ্ছা।'

'হোটেলটা আবার অনেকখানি দূরে। তিন কিলোমিটার হবে। যেতে লাগে এক ঘন্টা। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ফিরছি। রাত ন'টার মতো বাজে। নির্জন রাস্তা। খুব হাওয়া দিচ্ছে — শীত শীত লাগছে। চাদর গায়ে ছিল। চাদর দিয়ে নিজেকে মুড়িয়ে নিয়ে এগুচ্ছি — হঠাৎ মনে হল, কে যেন চাদরের খুট ধরে আমার সঙ্গে সঙ্গে এগুচ্ছে। তাকিয়ে দেখি, কেউ না। নিশ্চয়ই মনের ভুল। কিন্তু আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম, যখন আমি হাঁটি কে যেন চাদরের খুট ধরে সঙ্গে সঙ্গে হাঁটে। দাঁড়ালেই চাদরের খুট ছেড়ে দেয়। আমি হতভম্ব। ব্যাপারটা কি? চাদরে কোন সমস্যা আছে নাকি? আমি গা থেকে চাদর খুলে ভাঁজ করে ছোট করলাম। ফেলে দিলাম কাঁধে। শীত লাগলে লাগুক। চাদরের খুঁট ধরে তো আর কেউ এখন টানাটানি করবে না। আবার হাঁটা ধরতেই ভয়ংকর এক চমক খেলাম। কে যেন এখন আমার বাঁ হাতের কড়ে আঙুল ধরে হাঁটছে। অথচ কাউকে দেখা যাচ্ছে না।'

নীতু ভীতু গলায় বলল, মামা, কে তোমার কড়ে আঙুল ধরে হাঁটছে?

'কিছুই বুঝতে পারিনি। তবে যে হাঁটছে সে শক্ত হাতে আমার আঙুল চেপে ধরে আছে। মনে হচ্ছে, অল্প বয়স্ক কোন বাচ্চা। তুলতুলে হাত। নরম আর ঠাণ্ডা। আমি ঝাঁকি দিয়ে হাত সরিয়ে নিলাম। দু'পা এগুতেই আবার আঙুল চেপে ধরল।

নীতু কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, মামা, আমার ভয় লাগছে। জাহেদুর রহমান সাহেব বললেন —তোর আর কি ভয় লাগছে? আমার ভয় যা লাগছিল তার সীমা-পরিসীমা ছিল না। শরীর ঘেমে গেল। বুক ধ্বক ধ্বক করতে লাগল। একবার ইচ্ছা করল, ওঠে দৌড় দেই।

'তুমি কি করলে? দৌড় দিলে?'

'না, দৌড় দিলাম না। কারণ স্যান্ডেল পুরনো, স্যাণ্ডেলের ফিতা নরম হয়ে আছে। দৌড় দিলেই ফিতা ছিড়ে যাবে। আমি সিগারেট ধরালাম।'

'সিগারেট ধরালে কেন মামা?'

'সিগারেটে আগুন আছে। আগুন থাকলে ভূত-প্রেত কাছে ভিড়ে না।'

'ওটা কি ভূত ছিল মামা?'

'না, ভূত ছিল না। ওটা ছিল টুতের বাচ্চা।'

www.MurchOna.com

নীতু অবাক হয়ে বলল, টুতের বাচ্চা আবার কি?'

জাহেদুর রহমান সাহেব বললেন, আমরা সব সময় বলি না বাঘ-টাগ, ভূত-টুত? বাঘের যেমন বাচ্চা আছে, সেরকম আছে টাগের বাচ্চা। আবার ভূতের বাচ্চার মত আছে টুতের বাচ্চা।

'ওরা কেমন মামা?'

'ভয়ংকর। ভূতরাই ওদের ভয়ে অস্থির, মানুষের কথা ছেড়ে দে। একটা টুতের বাচ্চা থাকলে তার ত্রিসীমানায় কোন ভূতের দেখা পাবি না।'

'ওরা দেখতে কেমন?'

'দেখতে কেমন কি করে বলব? ওদের তো আর চোখে দেখা যায় না।'

'হাত দিলে বুঝা যায়?'

'অবশ্যই যায়।'

'তারপর কি হল মামা বল।'

'আমিতো ভয়ে আঁৎকে উঠলাম। তবে চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললাম, কে? কে?'

'ধমক দিলে কেন মামা?'

'ভয় কাটানোর জন্যে দিলাম। খুব বেশি ভয় পেলে ধমক দিতে হয়। ধমকের জোর যত বেশি হয় ভয়ও তত কমে।'

'তোমার ধমকের জোর খুব বেশি ছিল?'

'ভয়ংকর ছিল। নিজের ধমকে নিজেই ভয় পেয়ে গেলাম। আর তখন শুনলাম, মিন মিন করে কে যেন কথা বলল। কথা পরিষ্কার না, একটু জড়ানো। আমি বললাম, কথা কে বলছে?'

'আমি?'

'আমিটা কে? নাম কি?'

'আমার নাম মিরখাই।'

'তুই কে? ভূত নাকি?'

'জ্বী না, আমি ভূত না, আমি টুত।'

'তুই আমার আঙুল ধরে আছিস কেন? ভয় দেখাবার চেষ্টা করছিস?'

'হুঁ।'

'কেন?'

ভূতের বাচ্চা হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। আমি বললাম, ব্যাপারটা কি? কাঁদছিস কেন? কোন জবাব নেই — কান্না আরো বেড়ে গেল। আমার মায়াই লাগল। ব্যাপার কিছু বুঝছি না। কেন কাঁদছে জানা দরকার।

www.MurchOna.com

'মামা, ওর কি পেটে ব্যথা?'

'তখনো জানি না — তবে পেটে ব্যথা হতে পারে। পেটে ব্যথার কারণে কাঁদাটা অস্বাভাবিক না। আবার অন্য কারণও থাকতে পারে — হয়ত পথ হারিয়ে ফেলেছে। খুব অল্প বয়স যাদের, ওরা মাঝে মাঝে পথ হারিয়ে ফেলে — তখন কান্নাকাটি শুরু করে — আমি বললাম, কি রে, তুই পথ হারিয়ে ফেলেছিস?'

'না।'

'পেটে ব্যথা?'

'না।'

'কেউ মারধোর করেছে?'

'না।'

'তাহলে ব্যাপারটা কি খুলে বল। কান্না বন্ধ করে বল হয়েছে কি। ভূতের বাচ্চা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, পরীক্ষায় ফেল করেছি।'

'বলিস কি?'

নীতু বলল, মামা, ভূতের বাচ্চাদের স্কুল আছে?

'অবশ্যই আছে। প্রাইমারী এডুকেশন এদের জন্যে কম্পলসারি।'

'ওদের কি কি পড়ানো হয়?'

'সবই পড়ানো হয় — অংক, ভুগোল, ইতিহাস, ধর্ম . . .'

'ও কিসে ফেল করেছে?'

'ও ফেল করেছে — ভয় দেখানো বিষয়ে।'

'সেটা কি?'

'সব ভূত-ভুতের বাচ্চাদের ১০০ নম্বরের একটা পরীক্ষা দিতে হয় — ভয় দেখানো পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় এরা মানুষকে ভয় দেখায়। যে ভয় দেখাতে পারে না সে ফেল করে। ভয় দেখানো পরীক্ষায় ফেল মানে ভয়াবহ ব্যাপার। এই বিষয়ের ফেলের অর্থ হল সব বিষয়ে ফেল। মিরখাই কাউকে ভয় দেখাতে পারে না। পর পর দু'বার ফেল করেছে।'

নীতু বলল, আহা বেচারা!

'আজ তার পরীক্ষা। সে আমাকে ভয় দেখাবে। আমি যদি ভয় পাই তাহলে পাশ করবে। ভয় না পেলে আবার ফেল। আজ ফেল করলে পরপর তিনবার ফেল হবে — তাকে স্কুল থেকে বের করে দেবে।'

'কি ভয়ংকর!'

'ভয়ংকর মানে মহা ভয়ংকর।'

'তুমি ভয় পাচ্ছ না কেন মামা? একটু ভয় পেলে কি হয়?'

'আমি নিজেও তাই ঠিক করলাম — ভাবলাম, এমন ভয় পাব যে ট্রুত সমাজে হৈ-চৈ পড়ে যাবে। মিরখাই শুধু যে পরীক্ষায় পাশ করবে তাই না, মুন-মার্ক পেয়ে পাশ করবে।'

'মুন-মার্কটা কি!'

'একশ'তে আশি নম্বরের উপর পেলে হয় স্টার মার্ক। একশ'তে ৯০ নম্বরের উপর পেলে হয় মুন-মার্ক। যাই হোক, আমি বললাম, মিরখাই, তোর পরীক্ষা শুরু হবে কখন?'

মিরখাই বলল, রাত বারোটার পর। হেড স্যার আসবেন — অন্য স্যাররাও আসবেন। তখন আমি আপনাকে ভয় দেখাব। যদি ভয় পান তাহলে আমি পাশ করব। আর যদি না পান তাহলে . . .'

মিরখাই ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগল। আমি বললাম, কান্না বন্ধ কর মিরখাই। কোন কান্না না। আজ তোকে আমি পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেব — এমন ভয় পাব যে তোদেরই আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে।

'সত্যি?'

'হ্যাঁ সত্যি। তুই আসিস সবাইকে নিয়ে। চোখ মোছ। এত কাঁদবি না। যা, বাসায় যা।'

'তারপর কি হল মামা?'

'আজ থাক। বাকিটা কাল বললে কেমন হয় রে নীতু!'

'খুব খারাপ হয়। তোমাকে আজই বলতে হবে। এক্ষুণি বলতে হবে। ওরা কি করল — এল তোমার কাছে?'

'হুঁ।'

'রাত বারটায়?'

'বারটা এক মিনিটে। বিরাট টুতের দল নিয়ে মিরখাই উপস্থিত। সেই দলে টুতের বাবা-মা'ও আছেন। তারা দেখতে এসেছেন টুত পরীক্ষা পাশ করতে পারে কি-না।'

'তুমি তখন কি করছ?'

'আমি ঘুমের ভান করে পড়ে আছি। নাক ডাকার মত আওয়াজও করছি যাতে কেউ বুঝতে না পারে এটা আমার নকল ঘুম। কিন্তু আমার কান খুব সজাগ — কি হচ্ছে না হচ্ছে সব বুঝতে পারছি। জানালা দিয়ে টুত ঢুকল, সেটা বুঝলাম। টুতের স্যাররা যে জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছেন সেটাও টের পেলাম . . .। টুত এসে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, মামা, আমি এসেছি।'

'ও তোমাকে মামা ডাকে?'

www.MurchOna.com

'আগে কিছু ডাকত না। হঠাৎ ডাকা শুরু করল।'

'আমার মনে হয় ও তোমাকে পছন্দ করেছে বলেই মামা ডাকছে।'

'হতে পারে। তারপর কি হল শোন — টুত বলল, মামা, আমি আপনাকে ভয় দেখাতে এসেছি। আমি বললাম, ভেরি গুড। ভয় দেখানো শুরু কর। টুত বলল, কি ভাবে ভয় দেখাব মামা?

আমি বললাম, প্রথমে টান দিয়ে গা থেকে লেপটা সরিয়ে দে। তারপর আমার পায়ের পাতায় সুড়সুড়ি দে। সুড়সুড়ি দিতেই আমি চিৎকার করে উঠব। আমার চিৎকার শুনে তুই খিক খিক করে হাসবি। তারপর জানালটা বন্ধ করবি। খুলবি। বন্ধ করবি। খুলবি। আমি তখন বাতি জ্বালাব। বাতি জ্বালালেই তুই নিভিয়ে দিবি। যতবার জ্বালাব ততবার তুই নিভিয়ে দিবি।। বাতি নিভিয়ে খিক খিক করে হাসবি। টুত বলল, আচ্ছা। বলেই সে করল কি — টান দিয়ে আমার গা থেকে লেপ সরিয়ে দিল।

আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। সে আমার পায়ে সুড়সুড়ি দিতে শুরু করল। আমি চেঁচিয়ে বললাম, কে কে! কে আমার পায়ে সুড়সুড়ি দেয়? কে কে?

আর তখন খিক খিক হাসির শব্দ শোনা যেতে লাগল। আমি ভয়ে আঁ আঁ করতে লাগলাম।

নীতু বলল, মামা, এটা তো সত্যি ভয় না, মিথ্যা ভয়। তাই না?

'হ্যা মিথ্যা ভয়। কিন্তু কার সাধ্য সেটা বুঝে। আমি আঁ আঁ করে চিৎকার করছি আর তখন জানালা বন্ধ হচ্ছে আর খুলছে। আমি চিকন স্বরে চেঁচাতে লাগলাম — ভূত ভূত ভূত। আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও! কে কোথায় আছ? আমাকে বাঁচাও। ভূত আমাকে মেরে ফেলল! ভূত আমাকে মেরে ফেলল!

আমার চিৎকার হৈ-চৈ শুনে টুত নিজেই ভয় পেয়ে গেল। সে আমার কানের কাছে এসে ফিস ফিস করে বলল, মামা, আপনি কি সত্যি সত্যি ভয় পাচ্ছেন? আমি বললাম — কথা বলে সময় নষ্ট করিস না — তুই এখন টেবিল থেকে জিনিসপত্র মাটিতে ফেলতে থাক। কাচের জিনিস ফেলবি না। ভাঙা কাচে পা কাটতে পারে। বই-খাতা শব্দ করে মাটিতে ফেল।

ধুম ধুম শব্দে বই-খাতা মাটিতে পড়তে লাগল। আমি তখন চড়কির মত সারা ঘরে ঘুরপাক খাচ্ছি আর বলছি — এসব কি হচ্ছে! এসব কি হচ্ছে! ভূত আমাকে মেরে ফেলল! আমাকে বাঁচাও! কে কোথায় আছ আমাকে বাঁচাও!

সুইস টিপে বাতি জ্বালালাম। মিরখাই সঙ্গে সঙ্গে বাতি নিভিয়ে ফেলল। আমি চিৎকার করে বললাম, এসব কি হচ্ছে! বাতি নিভে যাচ্ছে কেন? বলে আবার বাতি জ্বালালাম। মিরখাই আবার বাতি নিভিয়ে ফেলল। আমি একটা বিকট চিৎকার

www.MurchOna.com

করে গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে মেঝেতে পড়ে গেলাম।

মিরখাই-এর স্কুলের হেডমাস্টার সাহেব বললেন, থাক থাক, আর লাগবে না, আর লাগবে না। বাদ দাও, শেষে মরে-টরে যাব। দেখে মনে হচ্ছে হার্ট এটাক হয়ে গেছে। মিরখাই, তুমি পাশ করেছ। শুধু পাশ না, মুন-মার্ক পেয়ে পাশ করেছ। ভেরী গুড। ভেরী গুড। চল যাওয়া যাক।

মিরখাই আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, মামা যাই।

আমি বললাম, আচ্ছা যা, আর শোন, ভালমত পড়াশোনা করিস।

নীতু বলল, মামা, গল্প কি শেষ হয়ে গেল?

'হ্যাঁ।'

'এটা কি সত্যি গল্প মামা?'

'অবশ্যই সত্য গল্প।'

'মিরখাইয়ের সঙ্গে কি এখনো দেখা হয়?'

'হয়। আসে মাঝে-মধ্যে।'

'এখন মিরখাই কি করে?'

'ও এখন ভূত এবং টুত সমাজে বিরাট ব্যক্তিত্ব। টুত ইউনিভার্সিটিতে মাস্টারি করে। এসোসিয়েট প্রফেসর। চারটা বই লিখেছে। বিরাট নাম করেছে বই লিখে।'

'কি বই লিখেছে?'

'মানুষকে কি করে ভয় দেখাতে হয় সেই বিষয়ে বই। মানুষকে ভয় দেখানোতে সে খুব নাম করেছে তো, সে জন্যে ঐ বিষয়ে শেষ পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে, গবেষণা করেছে। পিএইচডি ডিগ্রি নিয়েছে। টুত সমাজে মানুষকে ভয় দেখানোর কৌশল এখন তারচে' বেশি কেউ জানে না। সে খুবই জ্ঞানী ব্যক্তি।'

'সত্যি মামা?'

হ্যাঁ সত্যি। তার একটা বই আছে, টুত ইউনিভার্সিটিতে পাঠ্য — "মানুষকে ভয় দেখানোর সহজ, জটিল ও মিশ্র পদ্ধতি।" আরেকটা বই আছে যেটা নানা ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। খুবই কঠিন বই, নাম হল —, "ভয়ের রূপরেখা"।

'উনি বাচ্চাদের জন্যে বই লিখেননি?'

'নিচু ক্লাসের ছাত্রদের জন্যেও তার বই আছে, "খেলতে খেলতে ভয় দেখানো"। মিরখাইয়ের সঙ্গে আলাপ করতে চাস? চাইলে একদিন আসতে বলি —

'না মামা, আসতে বলার দরকার নেই।'

'তোর অটোগ্রাফ লাগবে, অটোগ্রাফ লাগলে অটোগ্রাফের খাতাটা দিয়ে দিস। অটোগ্রাফ এনে দেব।

জাহেদুর রহমান সাহেব নীতুর অটোগ্রাফের খাতায় মিরখাইয়ের অটোগ্রাফ এনে দিয়েছেন। নীতু খাতা দেখে বলল, কোন তো লেখা দেখছি না মামা।

জাহেদ সাহেব হাই তুলতে তুলতে বললেন, দেখবি কি করে! মিরখাই নিজে যেমন অদৃশ্য তার হাতের লেখাও অদৃশ্য।

'এখানে কি লেখা আছে মামা?'

এখানে লেখা — স্নেহের নীতুকে। নীতু, ভয়কে জয় কর, মিরখাই। খাতাটা যত্ন করে রাখিস মা। টুতের অটোগ্রাফ পাওয়া সহজ ব্যাপার না।'

নীতু তার অটোগ্রাফের খাতা খুব যত্ন করে তুলে রেখেছে। কেউ এলেই সে মিরখাইয়ের অটোগ্রাফ খুব আগ্রহ করে দেখায়।

মূর্ছনা
www.murchona.com
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
Archives of Bengali eBooks, Muzic & Videos
suman_ahm@yahoo.com

রুঁরুঁর গল্প

রাত প্রায় একটা বাজে।

আমি বসে আছি গৌরীপুর রেল স্টেশনে — চিটাগাং মেইল ধরব। ট্রেন আসবে রাত তিনটায়। অপেক্ষা করা ছাড়া বর্তমানে আমার আর কিছু করণীয় নেই। শীতের রাত। ময়মনসিংহ অঞ্চলের বিখ্যাত শীত পড়েছে। গাড়ো পাহার থেকে উড়ে আসছে কনকনে হাওয়া। স্যুয়েটারটার উপর কোট, তার উপর একটা চাদর চাপিয়েও ঠক ঠক করে কাঁপছি।

গৌরীপুর রেল স্টেশনের ওয়েটিং রুমে আপাতত স্থান পেয়েছি, তবে কতক্ষণ এখানে থাকতে পারব বুঝতে পারছি না। স্টেশনের ভবঘুরে সম্প্রদায়ের বিশাল অংশ এখানে স্থান নিয়েছে। ঝগড়া-ঝাটি হচ্ছে। আমার চোখের সামনে ছোটখাট একটা মারামারিও হয়ে গেল। এক ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের বিয়ের জন্যে খাসি কিনেছেন। তিনি যাবেন মোহনগঞ্জ। চারটি প্রমাণ-সাইজের খাসি নিয়ে তিনিও আমার মতই ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করছেন। খাসি চারটির স্বভাব বিচিত্র। এরা চুপচাপ থাকে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরপর চারজনই একত্রে ব্যাকুল স্বরে ডাকাডাকি শুরু করে। তাদের ডাকাডাকিতে ভয় পেয়ে ছোট ছোট বাচ্চারা কাঁদতে শুরু করে। যখন বিশৃংখলা চরমে উঠে তখন খাসিরা চুপ করে যায়।

এমন অবস্থায় মেজাজ ঠিক রাখা খুব মুশকিল। আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি মেজাজ ঠিক রাখতে। চেয়ারে পা তুলে বসে বই পড়ার চেষ্টা করছি। এই সময় আমাকে চমকে দিয়ে এক ভদ্রলোক বললেন, স্যার চা খাবেন?

ভদ্রলোক আমার পরিচিত নন। পরিচিত হলেও অবশ্যি চেনা যেত না। তিনি পরে আছেন মাংকি ক্যাপ। টুপির ফুটোর ভেতর দিয়ে শুধু চোখ বের হয়ে আছে। রোগা-পাতলা মানুষ। বেশ লম্বা। শীতের কারণেই বোধহয় খানিকটা বেঁকে গেছেন। ভদ্রলোক আবার বললেন, স্যার চা খাবেন?

www.MurchOna.com

আমি বললাম, জ্বি না।

'আমি আপনার মতই চিটাগাং মেইল ধরব।'

'ও আচ্ছা।'

'শীত কি রকম পড়েছে দেখেছেন? সাইবেরিয়াতেও এত শীত পড়ে না।'

আমি হাসির মত ভঙ্গি করে আবার বই পড়ায় মন দিলাম। এ জাতীয় উটকো লোককে বেশি প্রশ্রয় দিতে নেই। প্রশ্রয় পেলেই এরা কথা বলে বলে জীবন দুর্বিসহ করে তুলবে। চা খাব না বলার পরও ভদ্রলোক হাল ছাড়লেন না। খানিকটা ঝুঁকে এসে বললেন, শীতের মধ্যে চা খেলে শরীরটা চাঙ্গা হত।

'আমার প্রয়োজন নেই।'

ভদ্রলোক চলে গেলেন। আমি আবার বই-এ মন দেবার চেষ্টা করলাম। শীত মনে হচ্ছে আরো বেড়েছে। চাদর ভেদ করে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে। খাসি চারটা আবারো এক সঙ্গে চেঁচাতে শুরু করেছে। আমি বই পড়ছি, কিন্তু কি পড়ছি নিজেই বুঝতে পারছি না।

'স্যার চা নিন।'

আমি তাকিয়ে দেখি, ভদ্রলোক পিরিচ দিয়ে ঢাকা চায়ের কাপ এগিয়ে ধরে আছেন। আমার নিষেধ শুনেননি।

'শীতটা কমবে — চুমুক দিন।'

আমি কথা বাড়ালাম না। চায়ের কাপ নিলাম।

'পান খাওয়ার অভ্যাস আছে?'

'জ্বি না।'

'পান নিয়ে এসেছি। চা খাবার পর জর্দা দিয়ে একটা পান খান, দেখবেন শীত কমে গেছে। পান খেলে মুখ নড়ে তো — এক্সারসাইজ হয় — এতে শীত কমে।'

আমাকে পানও নিতে হল। ভদ্রলোক আমার পাশের টেবিলে উঠে বসলেন। লক্ষণ ভাল না। তিনি নিশ্চয়ই দীর্ঘ গল্পের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আমি আবারও বই খুলে বসলাম। এমন ভাব করলাম যেন এই মুহূর্তে বই পড়াটা আমার খুব জরুরী।

'স্যার, আমার নাম মনসুর। আমিও আপনার সঙ্গে চিটাগাং মেইল ধরব, তবে আমি যাচ্ছি দোহাজারী।'

'ও আচ্ছা।'

'দোহাজারীতে একটা পুরানো বাড়ি আছে। প্রায় দু'শ বছর আগের হিন্দুবাড়ি। ঐ বাড়িতে ভূত থাকে বলে জনশ্রুতি। সেই জন্যেই যাচ্ছি।'

আমি বই থেকে মুখ না তুলেই বললাম, ভূত দেখতে যাচ্ছেন? বলেই মনে হল বিরাট ভুল করেছি। ভদ্রলোককে বকবক করার সুযোগ দিয়েছি। এখন তিনি দীর্ঘ

www.MurchOna.com

সময় নিয়ে ব্যাখ্যা করবেন কেন তিনি দোহাজারী যাচ্ছেন।

'কথাটা স্যার আপনি নেহায়েত ভুল বলেননি — আমি ভূতের সন্ধানেই যাচ্ছি।'

'ও আচ্ছা।'

'বাংলাদেশে যেখানে যত পুরানো বাড়ি আছে — সেখানেই যাচ্ছি। ভূত-প্রেতরা সাধারণত লোকালয়ের বাইরে পুরানো বাড়িঘর পছন্দ করে। ওদের খুঁজে বের করার জন্যে ঐসব জায়গাই ভাল।'

'ও।'

'শহরে তারা যে একেবারে থাকে না তা, না। মাঝে-মধ্যে শহরেও আসে। তবে অল্প সময়ের জন্যে। গাড়ি-ঘোড়ার যে ভিড় — মানুষই থাকতে পারে না তো ভূত!'

'আপনি ভূত নিয়ে গবেষণা করছেন?'

'জ্বি না। তবে ওদের বিষয়ে অনেক কিছু জানি।'

'ও আচ্ছা।'

'ভূত নিয়ে একটা গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা আছে। দেখি পারি কি-না। একবার একটা আর্টিকেল লিখে পত্রিকায় পাঠিয়েছিলাম। ওরা ছাপেনি। আজকাল সব কিছুতেই ধরাধরি। লেখা ছাপার মধ্যেও ধরাধরি। পরিচিত লেখকের অগা-মগা-বগা লেখা বড় বড় হেডিং দিয়ে ছাপবে। আমার মত অপরিচিত লেখকের লেখা যত ভালই হোক, ছাপবে না। ঠিক বলিনি স্যার?'

'জ্বি।'

'অথচ আমার লেখাটা ছিল গবেষণাধর্মী, শিরোনাম ছিল — 'শিশু ভূতের খাদ্য।' লেখার কপি সঙ্গে আছে। পড়বেন?'

'জ্বি না। আমি একটা বই পড়ছি। বইটা শেষ করা দরকার।'

'আমার লেখাটা খুব ছোট তিন পৃষ্ঠার, পড়তে সময় লাগবে না।'

'পড়তে চাচ্ছি না।'

'না চাইলে পড়তে হবে না। খুব খাটাখাটনি করে লিখেছিলাম . . . শিশু ভূতের খাদ্যের উপর এরকম লেখা দ্বিতীয়টি লেখা হয়নি বলে আমার ধারণা। অথচ এই লেখা ছাপল না। সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। উনি ব্যক্তিগতভাবে লেখাটার প্রশংসা করলেন। অবশ্য বললেন — শিশু ভূতের খাদ্যের উপর লেখা তাঁদের পত্রিকার উপযোগী নয়। ভূতদের কোন পত্রিকা থাকলে তারা লেখে নেবে। উনি বললেন, ভূতদের কোন পত্রিকায় লেখাটা পাঠিয়ে দিতে।'

www.MurchOna.com

একটা ভূতের বাচ্চা লাফ দিয়ে আমার গলা ধরে ঝুলতে লাগল

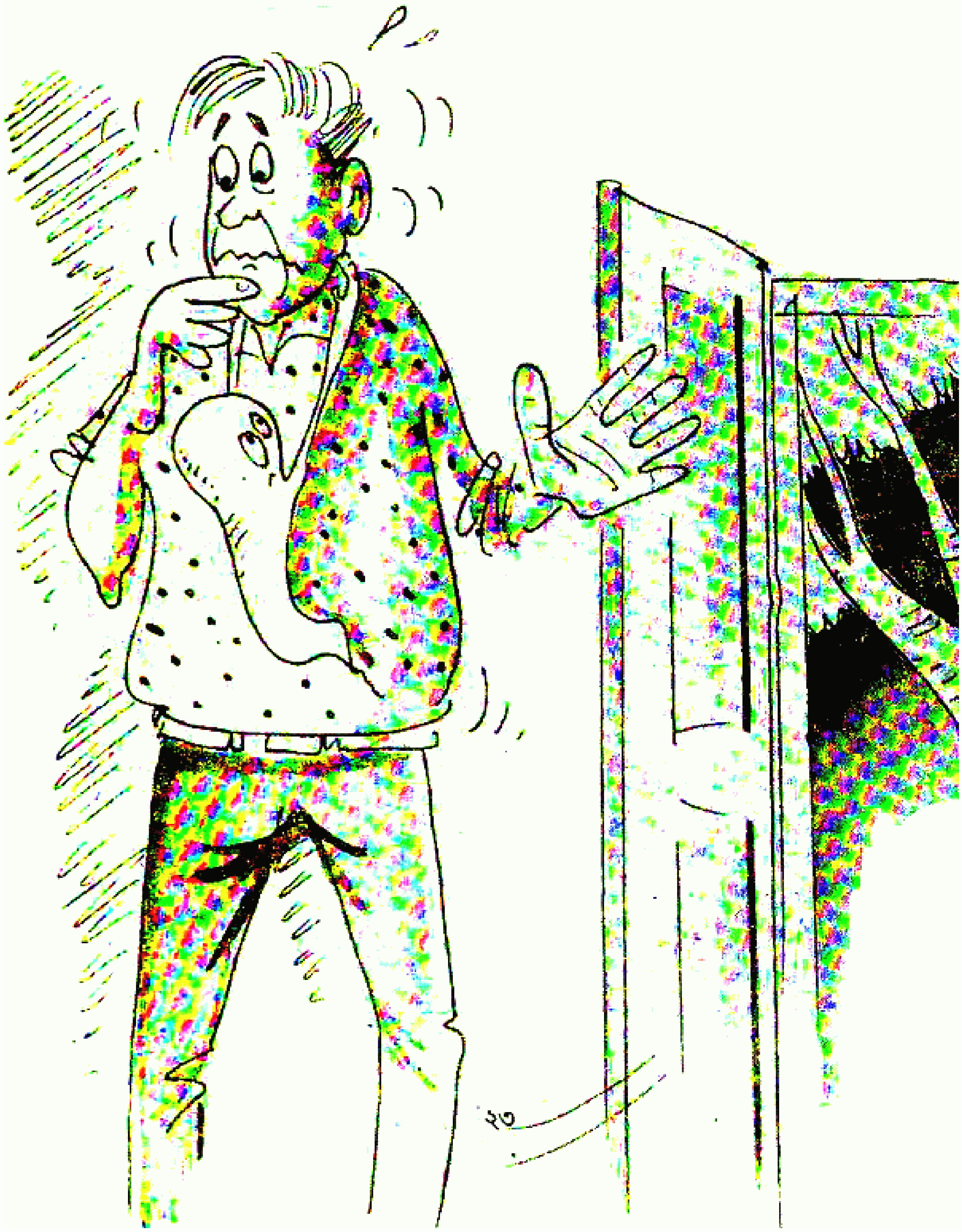

www.MurchOna.com

আমি মনে মনে সম্পাদকের বুদ্ধির প্রশংসা করলাম। সেই সঙ্গে ক্ষীণ সন্দেহ হতে লাগল, আমার সামনে বসে থাকা এই মানুষটার মাথায় সম্ভবত কোন সমস্যা আছে। সুস্থ মাথার লোক ভূত-শিশুর খাদ্য নিয়ে প্রবন্ধ ফাঁদতে পারে না।

মনসুর নামের এই ভদ্রলোক বেশিক্ষণ কথা না বলে থাকতে পারে না বলে মনে হচ্ছে। নড়াচড়া শুরু করেছেন। এই নড়াচড়া কথা শুরু করার প্রস্তুতি। আমি হাতের বইয়ের দিকে আরো ঝুঁকে এলাম।

'স্যারের কি একটা মিনিট সময় হবে? জাস্ট ওয়ান মিনিট।'

আমি বই থেকে মুখ তুললাম। মনসুর সাহেব হাসিমুখে বললেন, আপনার সন্ধানে কি কোন পুরানো বাড়ি আছে, যেখানে ভূতের আস্তানা?

'জ্বি না।'

'অনুগ্রহ করে আমার কার্ডটা রাখুন। এখানে আমার ঠিকানা আছে। টেলিফোন নাম্বারও আছে — তবে আমার নিজের টেলিফোন না। পাশের বাসার টেলিফোন। মাঝে মাঝে ওদের খুব নরম গলায় অনুরোধ করলে ওরা আমাকে ডেকে দেয়।'

আমি যন্ত্রণা এড়াবার জন্যেই কোন কথা না বলে টেলিফোন কার্ড পকেটে রেখে দিলাম। মনসুর সাহেব আনন্দিত ভঙ্গিতে বললেন — পুরানো ধরনের কোন ভূতের বাড়ির সন্ধান পেলে আমাকে দু' কলম লিখে দেবেন। আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

'জ্বি আচ্ছা।'

'স্যার, আপনি আমাকে পাগল ভাবছেন না তো?'

'না।'

'থ্যাংক ইউ। অনেকেই ভাবে। আমার নিজের আত্মীয়স্বজনরাই ভাবে — আপনাকে দোষ দিয়ে কি হবে! আমার বড় বোন আমাকে এক পাগলের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। পিজির প্রফেসর। তিনি আমাকে খুব ভালমত পরীক্ষা করে বলেছেন যে, আমি পাগল না।'

'ও আচ্ছা।'

'শুধু যে মুখে বলেছেন তা না — লিখিতভাবে দিয়েছেন। আমার সঙ্গে আছে, দেখতে চাইলে দেখাতে পারি।'

'জ্বি না, দেখতে চাচ্ছি না।'

মনসুর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমাকে পাগল ভাবলে লোকজনদের দোষও দেয়া যায় না। কোন সুস্থ মাথার লোক তো আর ভূতের বাড়ি খুঁজে বেড়াবে না — ঠিক বলছি না স্যার?

'ঠিকই বলছেন। মনসুর সাহেব, ভাই শুনুন, যদি কিছু মনে না করেন আমার

বইটা শেষ করা দরকার। খুবই জরুরী।'

'জরুরী হলে তো বই শেষ করতেই হবে। স্যার বই শেষ করুন — আসলে আমি পড়েছি এমন বিপদে যে, বিপদের কথা কাউকে না বলে থাকতে পারি না। এমন বিপদ যে সবাইকে বলাও যায় না। সবাই এইসব জিনিস বুঝতে পারবে না। আপনার মত দু'-একজন বুঝবে। যখন এ রকম কাউকে পাই তখন বিপদের কথাটা বলার চেষ্টা করি। আমি জানি, যাকে বলতে যাই তিনি বিরক্ত হন। তারপরেও বলি। এই যেমন আপনি বিরক্ত হচ্ছেন। বই পড়ার কথা বলে আমার হাত থেকে বাঁচতে চাচ্ছেন। আসলে তো আপনি বই পড়ছেন না। তখন থেকেই একটা পাতা চোখের সামনে মেলে ধরে আছেন। যখনই আপনাকে কিছু বলতে যাচ্ছি ততবারই আপনি বলছেন — খুব জরুরী, বইটা শেষ করতে হবে।'

আমি হাতের বই বন্ধ করে বললাম, আপনার বিপদটা কি বলুন — আমি শুনছি।

'আমার কথায় রাগ করেননি তো?'

'না, রাগ করিনি — বলুন কি বলবেন।'

'আমি বরং আরেক কাপ চা নিয়ে আসি। চা খেতে খেতে শুনুন।'

'চা আনতে হবে না — আপনি বলুন।'

মনসুর সাহেব গলা নামিয়ে বললেন — একটা ভূতের বাচ্চাকে নিয়ে আমি বড়ই বিব্রত আছি।

'ভূতের বাচ্চা?'

'জ্বি, ভূতের বাচ্চা। সান অব এ ঘোস্ট। তিন-চার বছর বয়স। নিতান্তই শিশু।'

'ও আচ্ছা।'

'সে তার বাবা-মা'র সঙ্গে ঢাকা শহরে বেড়াতে এসেছিল। সারাদিন ঘুরেছে। মীরপুর চিড়িয়াখানায় গিয়েছে। শিশুপার্কে গিয়েছে . . . নিউ এয়ারপোর্ট গিয়ে প্লেন কি ভাবে উঠে-নামে এইসব দেখেছে, তারপর এসেছে গুলিস্তানে . . .'

'কেন?'

'দেখার জন্যে, আর কিছু না। যাই হোক, গুলিস্তানে এসে পৌঁছার পরই মারামারি শুরু হয়ে গেল। রিকশা শ্রমিক ইউনিয়ন বনাম ট্রাক ড্রাইভার এসোসিয়েশন — বিরাট মারামারি। ককটেল ফাটাফাটি — রিকশা ভাঙা — ট্রাকের কাচ ভাঙা — যাকে বলে লংকাকাণ্ড — এই দেখে ভূতের বাবা ভয়ে দিল এক দিকে দৌড়। তার মা দিল আর এক দিকে দৌড় — আর বাচ্চাটা লাফ দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে ঝুলতে লাগল।'

www.MurchOna.com

'আপনি বুঝতে পারলেন যে, একটা ভূতের বাচ্চা আপনার গলা জড়িয়ে ধরে আছে?'

'শুরুতে কিছু বুঝতে পারিনি। আমার তখন মাথার ঘায়ে কুত্তা-পাগল অবস্থা। পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছাড়তে শুরু করেছে। চোখে অন্ধকার দেখছি। আমি দৌড়তে দৌড়তে বাসায় এলাম — বাসায় আসার পর মনে হল বানরের মত কিছু একটা আমার গলা জড়িয়ে ধরে ঝুলছে। জিনিসটাকে ছাড়িয়ে দিতেই সেটা ধুপ করে মেঝেতে পড়ে গিয়ে উঁ উঁ করে কান্না শুরু করল। এখন বিবেচনা করুন আমার মনের অবস্থা। একটা কিছু আমার গলা থেকে খসে পড়েছে — আমি তার মেঝেতে পড়ার শব্দ শুনছি — কান্নার শব্দ শুনছি অথচ জিনিসটাকে দেখতে পাচ্ছি না।'

'আপনি কিছু দেখছেন না?'

মনসুর সাহেব হাসিমুখে বললেন, দেখব কি করে? ভূত তো আর চোখে দেখা যায় না!

'কতদিন আগের কথা?'

'প্রায় ন' মাস।'

'ন' মাস ধরে এটা আপনার সঙ্গে আছে?'

'জ্বি। ফেলে তো দিতে পারি না। অবোধ শিশু — বাবা-মা'কে হারিয়ে নিতান্তই অসহায়। কোথায় তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে সেটা জানে না। কি ভাবে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে তাও জানে না।'

'কথা বলতে পারে?'

'অল্পবিস্তর পারে। সব কথা শিখে নাই। নিতান্তই শিশু, বুঝতেই পারছেন। মানুষের বাচ্চারা তিন বছরে সব কথা বলতে পারে। ভূতের বাচ্চারা পারে না। ওদের গ্রোথ কম।'

আমি হা করে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি এমন স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলে যাচ্ছেন যে, মাঝে মাঝে আমার মনে হচ্ছে বোধহয় এ রকম কিছু সত্যি সত্যি ঘটছে। ভদ্রলোক হয়ত আসলেই ভূত-শিশু লালন-পালন করছেন।

'বুঝলেন ভাই সাহেব — মানুষের শিশু পালন করাই কত জটিল, আর এ হচ্ছে ভূত-শিশু। চোখে দেখা যায় না। বাবা-মা হারা শিশু। আমি ছাড়া দেখার কেউ নেই। রাতে ঘুমুতে যেতাম ওকে সঙ্গে করে। আমার গলা জড়িয়ে ধরে ঘুমাতো। আমার ঠাণ্ডা লাগতো। ভূতদের শরীর আবার খুব ঠাণ্ডা। শীতের দিনে দু'টা কম্বল গায়ে দিয়ে ঘুমুচ্ছি — ভূত-শিশুর কারণে কম্বলের ভেতরটা হিম-শীতল। ঠাণ্ডা লেগে নিওমোনিয়ার মত হয়ে গেল। তাই বলে তো আর রুঁরুঁকে ফেলে দিতে পারি

না।'

'ওর নাম কি রুঁরু ?'

'হ্যাঁ রুঁ রুঁ। ওর মা নাম রেখেছে।'

'রুঁরুকে খাওয়াতেন কি ?'

'এই তো আপনি আসল পয়েন্ট ধরে ফেলেছেন — প্রধান সমস্যা হচ্ছে এদের খাওয়া। মানুষের কোন খাবারই এরা খায় না। প্রথম দিকে তো বুঝতেই পারিনি কি খেতে দেব। হেন জিনিস নেই তাকে খেতে দেইনি। টুথপেস্ট দিয়েছি, সাবান দিয়েছি, জুতার কালি দিয়েছি, মোমবাতি দিয়েছি, আফটার শেভ লোশন দিয়েছি। যাই দেই হা করে মুখে নেয়, তারপর থু করে ফেলে দেয়।'

'তারপর কি করলেন ?'

'কি আর করব ! রুঁরুঁকে একদিন কোলে বসিয়ে আদর-টাদর করে বললাম — বাবা, তুই নিজেই দয়া করে বল তোরা কি খাস। না খেয়ে খেয়ে তুই তো বাপধন মরে যাবি —। তখন সে বলল, ভূতরা আলো খায়।'

'আলো খায় ?'

'জ্বি, আলো। চাঁদের আলো, মোমবাতির আলো — এইসব খায়।'

'এটা জানার পর নিশ্চয়ই রুঁরুঁকে খাওয়ানোর প্রবেলম সহজ হয়ে গেল ?'

'জ্বি-না। প্রবলেমের তখন শুরু। ভূতরা আলো খায় ঠিকই — কিন্তু সব ধরনের আলো খেতে পারে না। বিদ্যুৎ চমকের সময় যে আলো হয় সেই আলো কোন ভূত খেতে পারে না। সেই আলো খাওয়া মানে ভূতের মৃত্যু।'

'বলেন কি !'

'তা ছাড়া একজন বয়স্ক ভূত যে আলো খেতে পারে একটি শিশু ভূত সেই আলো খেতে পারে না। খেলে বদহজম হয় — পেট খারাপ করে।'

'তাই না-কি ?'

'জ্বি, একশ পাওয়ারের একটা বাল্বের আলো তিন বছর বয়সী ভূতকে খাওয়ালে কি তার পেট নেমে যাবে।'

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ইতস্তত ভঙ্গিতে বললাম — কিছু মনে করবেন না। একটা প্রশ্ন করি, কিছু মনে করবেন না — আমরা ভাত-মাছ খেয়ে বাথরুমে যাই — বাথরুম করি। ভূতরা যে আলো খায়, ওদের বাথরুম করতে হয় না ?'

'অবশ্যই হয়। ওরা আলো খায়, বের হয়ে আসে — অন্ধকার।'

'সেটা মন্দ না।'

'রুঁরুঁকে মানুষ করতে গিয়ে অনেক কিছু শিখেছি। এবং বললে বিশ্বাস করবেন না, পশ্চিম দিকে ফিরে কানে ধরেছি ভূতের বাচ্চা আর মানুষ করব না। যথেষ্ট হয়েছে। ওরা তো আর আমাদের মত না। ওদের নিয়মকানুনই অন্য।'

'তাই না-কি?'

'অদ্ভুত অদ্ভুত সব নিয়ম, শুনলে আপনি হয়ত ভাববেন পাগলের প্রলাপ . . . যেমন ধরুন ওরা যদি খুব আনন্দিত হয় তাহলে কামড়ায়।'

'তাই বুঝি?'

'এই দেখুন না কামড়ে কামড়ে আমার হাতের দশা কি করেছে।'

ভদ্রলোকে শার্টের আস্তিন তুলে আমাকে দেখালেন — সত্যি সত্যি দাগ দেখা যাচ্ছে। ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন — ভূতরা সাইজে বড়-ছোট হতে পারে, এটা জানেন আশা করি?

'জ্বি না, জানি না।'

'এরা অনেকটা রবারের মত, ইচ্ছা করলে মার্বেলের মত ছোট হতে পারে। রুঁরুঁ করতো কি, প্রায়ই ছোট হয়ে আমার নাকের ফুটায় কিংবা কানের ফুটায় বসে থাকতো।'

'এত দেখি ভাল যন্ত্রণা!'

'যন্ত্রণা মানে — জীবন অতিষ্ঠ। তবে ভাই, খুব মায়াকাড়া জানোয়ার। অল্পদিনেই এদের উপর মায়া পড়ে যায়। এক দণ্ড এদের চোখের আড়াল করতে ইচ্ছা করে না। রুঁরুঁকে তার বাবা-মা'র কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে, এটা যখন মনে হয় তখন চোখে পানি এসে যায়।'

'ওকে তাহলে বাবা-মা'র কাছে দিয়ে দেবার পরিকল্পনা করেছেন?'

'ফিরিয়ে দিতে হবে না? কি বলেন আপনি! পরের বাচ্চা কত দিন রাখব?'

'ওর বাপ-মা'কেই তাহলে খুঁজে বেড়াচ্ছেন?'

'ঠিক ধরেছেন। রুঁরুঁকে নিয়ে ভূতদের আস্তানায় যাচ্ছি। যদি কোন সন্ধান পাওয়া যায়। হাটহাজারিতে একটা দু'শ বছরের পুরানো ভাঙা বাড়ি আছে। ভূতদের আখড়া। যাচ্ছি ঐদিকে যদি কোন খোঁজ তারা দিতে পারে। ভূতে ভূতে এক ধরনের যোগাযোগ তো আছে। আছে না?'

'থাকারই কথা।'

'আমি অন্যভাবেও চেষ্টা করেছি — লাভ হয়নি। যেমন ধরুন, থানায় ডায়েরী করাতে গেলাম। ভূতের বাচ্চা পেয়েছি, থানায় জিডি এন্ট্রি থাকা ভাল। ধানমণ্ডি থানার ওসি এমনভাবে তাকালেন যেন আমি সরাসরি পাগলাগারদ থেকে ছাড়া

www.MurchOna.com

পেয়ে তাঁর কাছে এসেছি। পুলিশের লোকদের ব্রেইন যে কম থাকে সেটা ঐদিনই বুঝলাম। আশ্চর্য, এরা আমার কথা ভালমত শুনলই না।

আমি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে গিয়েছি, সেখানেও এই অবস্থা — বিজ্ঞাপন ছাপবে না। আরে, আমি আমার নিজের পয়সায় বিজ্ঞাপন দিচ্ছি, তুমি না ছাপার কে? ঠিক বলছি না স্যার?'

'ঠিকই বলছেন।'

'শেষে উপয়ান্তার না দেখে দশহাজার হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে গুলিস্তান, ফার্মগেট, মীরপুর এক নম্বর এবং সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে বিলি করিয়েছি।'

'কি লেখা ছিল হ্যান্ডবিলে?'

'কপি আছে। দেখুন না।'

ভদ্রলোক তার চামড়ার স্যুটকেস খুলে হ্যান্ডবিল বের করলেন — নিউজপ্রিন্ট কাগজে ছাপা বড় বড় হরফের হ্যান্ডবিল —

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

রুঁরুঁ নামে তিন বছর বয়েসী একটি ভূতের ছানা পাওয়া গিয়েছে। ছানাটি তার বাবা-মা'র নাম বলতে পারে না। তারা কোথায় থাকেন তাও বলতে পারে না। সে তার একটি বোনের নাম জানে — রিরি। উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে রুঁরুঁর আইনানুগ অভিভাবককে ভূত-শিশুটি সংগ্রহ করার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি।

পোস্ট বক্স ১০৩
ঢাকা জিপিও

বাড়ির ঠিকানা না দিয়ে পোস্ট বক্সর নাম্বার দিয়ে দিয়েছি। বাড়ির ঠিকানা দিলে আলতু-ফালতু লোক বিরক্ত করবে। কি দরকার?

আমি বললাম, আপনি তাহলে ভূত-শিশু নিয়ে অনেক কষ্ট করেছেন?

'তা করেছি। তবে এইসব কষ্ট কোন কষ্ট না — আসল কষ্ট হল — মানুষ যখন ভুল বুঝে তখন। যখন ভাবে, আমার ব্রেইন ডিফেক্ট হয়ে গেছে তখন মনটা খারাপ হয়।

'আপনার ব্রেইন ডিফেক্ট হয়েছে এরকম তাহলে কেউ কেউ ভাবছে?'

'সবাই ভাবছে। আমার নিজের বড় বোন একদিন এসে কঠিন গলায় বলল — কই, দেখা তোর ভূত। এখন আপনিই বলুন, স্যার, ভূতের বাচ্চা আমি দেখাব কি করে? এরা তো অদৃশ্য। সেই কথা বোনকে বুঝিয়ে বললাম। তাতেও কাজ হল না।

www.MurchOna.com

সে বলে কি — বেশ, তাহলে তুই তোর ভূতকে কথা বলতে বল। আমি কথাটা অন্তত শুনে যাই।'

'শুনিয়েছেন কথা?'

'জ্বি না। রুঁরুঁ তো অন্যের সামনে কথা বলবে না। অসম্ভব লাজুক।'

'ও আচ্ছা।'

'এই যে এতক্ষণ যে সে আপনার চেয়ারের হাতলে পা ঝুলিয়ে বসে আছে আপনি কি তার মুখ থেকে একটা বাক্য শুনেছেন?'

'জ্বি না।'

ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বললেন, সবাই শুধু প্রমাণ চায়। আরে, মুখের কথাটা তো সবচে বড় প্রমাণ। ঠিক বলছি না?'

'অবশ্যই ঠিক বলছেন।'

আমার ট্রেনের সময় হয়ে এসেছে, ঘণ্টা দিয়ে দিয়েছে। এখন উঠতে হয়। মনসুর সাহেব বললেন — স্যার তৈরি হোন। এই ফাঁকে আমি রুঁরুঁকে খাইয়ে আনি।

'সে কি আপনার সঙ্গেই আছে?'

'জ্বি। তাকে আর কোথায় ফেলে যাব?'

'তাকে কি খাওয়াবেন?'

'চাঁদের আলো। আকাশে চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোই খানিকটা খাওয়াব। আজ সারাদিনে কিছুই খায়নি। খাওয়া-দাওয়া পুরোপুরি বন্ধ। কি যে যন্ত্রণায় পড়েছি!'

'খাচ্ছে না কেন?'

এই যে দোহাজারী নিয়ে যাচ্ছি, তার বাবা-মা'কে খুঁজছি, এই জন্যেই খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। আমার সঙ্গে থাকতে চায়, অন্য কোথাও যেতে চায় না। রুঁরুঁকে ফিরিয়ে দিতে আমার নিজেরও কি ভাল লাগছে? মায়া পড়ে গেছে না? রুঁরুঁ চলে গেছে এটা ভাবতেই আমার চোখে পানি আসে। বলতে বলতে মনসুর সাহেবের চোখ ভিজে উঠল। তিনি চাদরে চোখ মুছে উঠে দাঁড়ালেন। ধরা গলায় বললেন, স্যার, আপনি ভূতের বাড়ির কোন সন্ধান পেলে অধমকে জানাবেন — অন্যের আদরের ধন আমার কাছে পড়ে আছে। আমার একটা দায়িত্ব আছে না? জানি, রুঁরুঁ চলে গেলে আমার কষ্ট হবে কিন্তু উপায় কি!

চিটাগাং মেলে উঠে বসেছি। মনসুর সাহেব তাঁর ভূতের বাচ্চাকে চাঁদের আলো খাইয়ে আমার পাশে এসে বসেছেন। তাঁকে এখন বেশ আনন্দিতই মনে হচ্ছে। সম্ভবত ভূতের বাচ্চা চাঁদের আলো খেয়েছে।

www.MurchOna.com

মনসুর সাহেব বললেন, জানলার কাচ নামিয়ে দিন স্যার। ট্রেন ছাড়লে ঠাণ্ডা লাগবে।

আমি কাচ নামাচ্ছি এই সময় ছোট্ট একটা নাটক হল। এক ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে ট্রেনের কামরায় ঢুকে পড়লেন। ঢুকেই মনসুরের হাত ধরে টানাটানি। ভদ্রলোকের পেছনে পেছনে বয়স্ক একজন মহিলাও ঢুকলেন। তিনিও কাঁদতে শুরু করলেন।

আমি পুরোপুরি হকচকিয়ে গেলাম। যা জানলাম তা হচ্ছে — মনসুর হল গৌরীপুর পোস্টমাস্টার সাহেবের ছোটভাই। ঢাকায় থাকতো। মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে তার সঙ্গে ভূতের বাচ্চা আছে। তাকে ঢাকা থেকে এনে গৌরীপুরে তালাবন্ধ অবস্থায় রাখা হয়েছে। তারপরেও মাঝে মাঝে তালা খুলে বের হয়ে পড়ে। আজ যেমন বের হয়েছে।

টানাটানি করে মনসুরকে নামানো হয়েছে। গার্ড বাতি দেখিয়েছে। ট্রেন চলতে শুরু করেছে। মনসুর সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে দুঃখিত ভঙ্গিতে হাসলেন। ক্লান্ত গলায় বললেন — আমি সত্যি কথাই বলছি। কিন্তু কেউ আমার কথা বিশ্বাস করে না। কেউ না।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। মনসুরকে দু'দিক থেকে দু'জন ধরে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

মূর্ছনা
www.murchona.com
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
Archives of Bengali eBooks, Muzic & Videos
suman_ahm@yahoo.com

মোবারক হোসেনের মহাবিপদ

ছেলেটা বড় যন্ত্রণা করছে!

মোবারক হোসেন হুংকার দিলেন, এ্যাঁও।

এটা তাঁর বিশেষ ধরনের হুংকার। বাচ্চারা খুব ভয় পায়। শব্দটা বেড়ালের ডাকের কাছাকাছি, আবার ঠিক বেড়ালের ডাকও নয়, বাচ্চাদের ভয় পাবারই কথা।

তবে এই বাচ্চা ভয় পাচ্ছে না। আগের মতই লাফালাফি করছে। মনে হচ্ছে তাঁর ধমক শুনতে পায়নি। এ যুগের টিভি–ভিসিআর দেখা বাচ্চা, এরা সহজে ভয় পায় না।

গত মাসে চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলেন। সময় কাটে না। এই জন্যেই যাওয়া, অন্যকিছু না। সত্তুর বছরের বুড়োরা চিড়িয়াখানায় যায় না। খানিকক্ষণ বাঁদরের লাফঝাঁপ দেখে গেলেন বাঘের খাঁচার সামনে। আলিশান এক রয়েল বেঙ্গল। দেখে যে কোন মানুষের পিলে চমকে যাবার কথা। আশ্চর্য কাণ্ড! ছোট বাচ্চা–কাচ্চারা কেউ ভয় পাচ্ছে না। একটা আবার কান্না শুরু করে দিয়েছে, সে বাঘের লেজ ধরতে চায়। বাবা–মা শত চেষ্টাতেও কান্না সামলাতে পারছেন না। মিষ্টি মিষ্টি করে মা বুঝাবার চেষ্টা করছে।

'বাঘমামার লেজে হাত দিতে নেই। বাঘমামা রাগ করবে।'

'হাত দেব। হাত দেব। উঁ উঁ।'

মোবারক হোসেন সাহেব সত্তুর বছর বয়সে একটা জিনিস বুঝে গেছেন। এ যুগের ছেলেমেয়ে বড়ই ত্যাঁদর। এরা ভূতের গল্প শুনলে হাসে। রাক্ষসের গল্প শুনলে হাসে। এরা ধমকেও পোষ মানে না। আদরেও পোষ মানে না।

এই যে ছেলেটা তখন থেকে তাঁকে বিরক্ত করছে একে ধমক–ধামক দিয়ে কিছু হবে বলে মনে হয় না। মুখ দিয়ে বিচিত্র শব্দ করে লাফ–ঝাঁপ দিয়েই যাচ্ছে।

তিনি পার্কে এসেছেন বিশ্রামের জন্যে। শীতকালের রোদে পার্কের বেঞ্চিতে শুয়ে থাকতে বড় ভাল লাগে। শীতকালে পার্কে বিশ্রামের নিয়ম হল, শরীরটা থাকবে রোদে, মাথাটা থাকবে ছায়ায়। ঘুম ঘুম তন্দ্রা তন্দ্রা অবস্থায় কিছুক্ষণ গা এলিয়ে পড়ে থাকা।

তাঁর যে বাড়িতে জায়গা নেই তা না। নিজের দোতলা বাড়ি আছে মগবাজারে কিন্তু সেই বাড়ি হল মাছের বাজার। দিনরাত ক্যাঁও ক্যাঁও ঘ্যাঁও ঘ্যাঁও হচ্ছেই। একদল শুনছে ওয়ার্লড মিউজিক। একদল দেখছে জিটিভি। এখন আবার বড় মেয়ে এসেছে তার আন্ডা বাচ্চা নিয়ে। দুটা ছেলেমেয়ে কিন্তু অসীম তাদের ক্ষমতা। দেড়শ' ছেলেমেয়ে যতটা হৈ-চৈ করতে পারে, এই দু'জন মাশাআল্লাহ তারচেয়ে বেশি পারে। আর কি তাদের উদ্ভাবনী ক্ষমতা! এক ভাই খাটের উপর চেয়ার বসিয়ে তার উপর মোড়া দিয়ে অনেক কষ্টে তার উপর উঠে সিলিং ফ্যান ধরে ঝুলে পড়েছে, অন্য ভাই ফুল স্পীডে ফ্যান ছেড়ে দিয়েছে। এটা নাকি একটা খেলা। এই খেলার নাম, 'হেলিকপ্টার খেলা।' যে বাড়িতে হেলিকপ্টার খেলা হচ্ছে সবচে' কম বিপজ্জনক খেলা সে বাড়িতে দুপুরে বিশ্রাম নেয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না। তিনি ক'দিন ধরেই পার্কের বেঞ্চিতে এসে কাত হচ্ছেন। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে এখানেও বিশ্রাম নেয়া যাবে না। এই পিচকা বড়ই যন্ত্রণা করছে!

মোবারক হোসেন সাহেব উঠে বসলেন। কঠিন গলায় ডাকলেন, এই পিচকা, এদিকে শুনে যা।

ছেলেটা চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছে। তুই করে বলায় রাগ করেছে বলে মনে হয়। একালের ছেলেপুলের আত্মসম্মান জ্ঞান আবার টনটনে। তুই বলে পার পাবার উপায় নেই। ক্যাঁও করে উঠার কথা।

ছেলেটা নরম গলায় বলল, আপনি কি আমাকে ডাকছেন?

'হুঁ।'

সে এগিয়ে এল। বেঞ্চিতে তাঁর পাশে বসল। বাহ, স্মার্ট ছেলে তো! এ যুগের ছেলেদের একটা গুণ আছে। এরা স্মার্ট। মোবারক হোসেন সাহেব লক্ষ্য করলেন –– ছেলের চেহারাও খুব সুন্দর। দুধে–আলতায় রং বলতে যা বোঝায়, তাই। কোঁকড়ানো চুল। বড় বড় চোখ। চোখে মা বোধহয় কাজল দিয়ে দিয়েছে। সুন্দর লাগছে। এরকম সুন্দর একটা ছেলেকে তুই বলা যায় না। মোবারক হোসেন ঠিক করলেন তুমি করেই বলবেন। প্রথম খানিকক্ষণ ছোটখাট দু'-একটা প্রশ্ন-টশ্ন করে শেষটায় কড়া করে বলবেন, দুপুর বেলায় পার্কে ঘোরাঘুরি করছ কেন? বাসায় যাও। বাসায় গিয়ে, হোম টাস্ক কর। কিংবা মা'র পাশে শুয়ে ঘুমাও। এখন খেলার সময় না। খেলতে হয় বিকেলে।

www.MurchOna.com

ছেলেটা পা দুলাতে দুলাতে বলল, আমাকে কি জন্যে ডেকেছেন?

'তোমার নাম কি?'

'আমার নাম হল শীশী'

'কি নাম বললে?'

'শীশী।'

মোবারক হোসেন সাহেবের মুখটা তেতো হয়ে গেল। আজকালকার বাবা–মা'রা ছেলেমেয়েদের নাম রাখার ব্যাপারে যা শুরু করেছে কহতব্য নয়। 'শীশী' কোন নাম হল? আধুনিক নাম রাখতে হবে, আনকমন নাম রাখতে হবে। এমন নাম যে নামের দ্বিতীয় কোন বাচ্চা নেই। কাজেই শীশী ফীফী।

মোবারক হোসেন সাহেব বললেন, কে রেখেছে এই নাম? তোমার মা?

'জ্বি না, আমার বাবা।'

মোবারক হোসেন সাহেব এই আশংকাই করেছিলেন। উদ্ভট নাম রাখার ব্যাপারে মা'দের চেয়ে বাবাদের আগ্রহই বেশি। অন্যদের দোষ দিয়ে কি হবে, তাঁর নিজের বাড়িতেই এই অবস্থা। তাঁর মেজো মেয়ের ছেলে হয়েছে। নাম রেখেছে 'নু'। তিনি মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি রকম নাম?

মেয়ে বলল, ছেলের বাবা শখ করে রেখেছে।

'এর অর্থ কি?'

'অর্থ আমি জানি না বাবা। তুমি তোমার জামাইকে জিজ্ঞেস কর।'

তিনি ঠিকই জিজ্ঞেস করলেন। কঠিন গলায় জানতে চাইলেন, তুমি এই নামটা আমাকে ব্যাখ্যা কর। কি ভেবে তুমি এই নাম রাখলে?

তাঁর মেয়ে–জামাই খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল, ন হচ্ছে একটা কোমল বর্ণ। সেই কোমল বর্ণ ব্যবহার করে এক বর্ণের একটা নাম রেখেছি নু। সবাই দু' অক্ষরের তিন অক্ষরের নাম রাখে। আমার ভাল লাগে না। নু নামটা আপনার কাছে ভাল লাগছে না?

তিনি কোন উত্তর দিলেন না, তবে মনে মনে বললেন, 'ন' ছাড়াও তো আরো সুন্দর সুন্দর বর্ণ আছে। 'গ'ও তো সুন্দর বর্ণ। গ দিয়ে গু রেখে ফেললে আরো ভাল হত। মানুষের নাম হিসেবে খুব আনকমন হত। এর আগে এই নাম কেউ রাখে নি। তবে মুখে কিছু বললেন না। এম্নিতেই জামাইরা তাঁকে পছন্দ করে না। কি দরকার!

শীশী তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। এখনো তার পা দুলছে। ছেলেটা মনে হয় স্থির হয়ে বসতে পারে না। এখনই একে একটা কড়া ধমক দেবেন কি–না মোবারক হোসেন সাহেব বুঝতে পারছেন না। ধমক খেয়ে কেঁদে ফেলবে কি–না কে জানে। কাঁদলে সমস্যা হবে।

www.MurchOna.com

এক ভাই সিলিং ফ্যান ধরে ঝুলে পড়েছে,
অন্য ভাই ফুল স্পীডে ফ্যান ছেড়ে দিয়েছে।

www.MurchOna.com

ছেলেটা বলল, আপনি আমার সঙ্গে খেলবেন?

মোবারক হোসেন ছেলের স্মার্ট ভঙ্গি দেখে মুগ্ধ হলেন।

'আমার সঙ্গে খেলতে চাও?'

'হুঁ।'

'কি খেলা?'

'আপনি যে খেলা জানেন সেই খেলাই খেলব। আপনি কোন্ কোন্ খেলা জানেন?'

'আমি অনেক খেলাই জানি, যেমন ধর, হেলিকপ্টার খেলা . . . '

'মজার খেলা?'

'মনে হয় বেশ মজার। আমি সিলিং ফ্যান ধরে ঝুলে পড়ব, আর তুমি ফুল স্পীডে ফ্যান ছেড়ে দেবে।'

ছেলেটা মহা উৎসাহের সঙ্গে বলল, আসুন খেলি।

'সিলিং ফ্যান নেই, এই খেলা খেলা যাবে না।'

ছেলেটা হতাশ গলায় বলল, আর কি খেলা জানেন?

'প্যারাসুট খেলা বলে একটা খেলা আছে। আমার দুই নাতি একবার খেলেছে। এটাও মন্দ না। এই খেলাতে একটা খোলা ছাতার হাতল ধরে গ্যারাজের ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামতে হয়।'

'খুব মজার খেলা?'

'মোটামুটি মজার তবে সামান্য সমস্যা আছে। হাত-পা ভেঙে হাসপাতালে কিছু দিন থাকতে হয়। বড় নাতিটা প্রায় এক মাসের মত ছিল।'

ছেলেটা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। মোবারক হোসেন সাহেবের একটু মায়া হল। বাচ্চা মানুষ খেলতে চাচ্ছে, খেলার বন্ধু পাচ্ছে না।

'শোন খোকা! বিকেলে আসবে, তখন বাচ্চা-কাচ্চারা থাকবে, ওদের সঙ্গে খেলবে। দুপুর বেলা খেলার সময় না।'

'দুপুর বেলা কিসের সময়?'

দুপুর হচ্ছে হোম ওয়ার্ক করার সময়, কিংবা মা'র পাশে শুয়ে ঘুমুবার সময়।'

ছেলেটা গম্ভীর হয়ে অবিকল বড়দের মত বলল, ও আচ্ছা. আমি জানতাম না। আমি তো মানুষের ছেলে না, আমি হচ্ছি পরীদের ছেলে। এই জন্যে মানুষের নিয়মকানুন জানি না।

'তুমি পরীদের ছেলে?'

'জ্বি।'

www.MurchOna.com

মোবারক হোসেন এই ছেলের বানিয়ে কথা বলার ক্ষমতায় চমৎকৃত হলেন। এ ছেলে বড় হলে নির্ঘাৎ কোন রাজনৈতিক দলের লিডার হবে। দিব্যি বলে যাচ্ছে — আমি মানুষের ছেলে না, আমি হচ্ছি পরীদের ছেলে। ফাজিলের ফাজিল।

'তুমি যখন পরীদের ছেলে তখন নিশ্চয়ই উড়তে পার।'

'জ্বি পারি।'

'পাখা তো দেখছি না। পড়ার টেবিলের ড্রয়ারে রেখে এসেছ বোধহয়।'

'মা'র কাছে রেখে এসেছি।'

'মা'র কাছে রেখে আসাই ভাল। তুমি বাচ্চা মানুষ, হারিয়ে ফেলতে পার। কিংবা ময়লা করে ফেলতে পার। তুমি থাক কোথায়? পরীর দেশে?'

ছেলে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। বানিয়ে বানিয়ে কথা যে বলে যাচ্ছে তার জন্যে তার মধ্যে কোন রকম বিকার দেখা যাচ্ছে না। মোবারক হোসেনের ইচ্ছা করছে মিথ্যা কথা বলার জন্যে ঠাশ করে এর গালে একটা চড় বসিয়ে দিতে।

'তোমার পায়ের জুতা জোড়া তো মনে হচ্ছে বাটা কোম্পানীর। পরীর দেশেও তাহলে বাটা কোম্পানী দোকান খুলেছে?'

'জুতা আমার মা এখান থেকে কিনে দিয়েছে। পরীর দেশের ছেলেমেয়েরা জুতা পরে না। তারা তো আকাশে আকাশেই উড়ে, তাদের জুতা পরতে হয় না।'

মোবারক হোসেন সাহেব ছেলের বুদ্ধি দেখে অবাক হলেন। সুন্দর করে নিজেকে কাটান দিয়ে যাচ্ছে। এই ছেলে রাজনৈতিক দলের নেতা হবে না, নেতাদের এত বুদ্ধি থাকে না।

'তুমি তাহলে পরীদের ছেলে, এখানে বেড়াতে এসেছ?'

'মানুষের বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে এসেছি। ওরা কত সুন্দর সুন্দর খেলা জানে।'

'তুমি তাহলে প্রথম পরীর বাচ্চা যে মানুষের বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতে এসেছে।'

'না তো, আমরা সবসময় আসি।'

'সব সময় আস?'

'জ্বি। ওদের সঙ্গে খেলি তারপর চলে যাই। ওরা বুঝতে পারে না।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি। যখনই দেখবেন একদল ছেলেমেয়ে খেলছে তখনই জানবেন ওদের মধ্যে অতি অবশ্যই দু'একজন পরীর ছেলেমেয়ে আছে।'

'পাখা ছাড়া আস কি করে?'

'আমাদের উড়তে পাখা লাগে না। পাখাটা হচ্ছে আমাদের এক ধরনের পোশাক। জন্মদিনে আমরা নতুন পাখা পাই। আবার দুষ্টুমি করলে মা'রা আমাদের পাখা নিয়ে নেন। আমার ক'টা পাখা আছে জানেন? সব মিলিয়ে সাতটা —

www.MurchOna.com

সেভেন।'

'তুমি ইংরেজিও জান? পরীর দেশে ইংরেজি চালু আছে?'

'আপনি আমার সঙ্গে এমন রেগে রেগে কথা বলছেন কেন?'

মোবারক হোসেন সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, দেখ খোকা — কি যেন নাম তোমার?

'শীশী।'

'দেখ শীশী। তোমার কথা শুনে রাগে আমার শরীর রি রি করছে। এই বয়সে তুমি যে মিথ্যা শিখেছ . . .'

'আপনার ধারণা আমি মিথ্যা কথা বলছি?'

'অবশ্যই মিথ্যা কথা বলছ। এই মিথ্যা বলার জন্যে তোমাকে কানে ধরে ওঠ বোস করানো দরকার।'

'বাহ্ আপনাদের মিথ্যা বলার শাস্তিটাতো খুব মজার।'

'কানে ধরে ওঠ-বোস তোমার কাছে মজা মনে হল?'

'অবশ্যই মজার। আমরা মিথ্যা বললে কি শাস্তি হয় জানেন? আমরা মিথ্যা বললে আমাদের পাখায় কালো দাগ দিয়ে দেয়া হয়। যে যত মিথ্যা বলে তার পাখায় ততই কালো দাগ পড়ে।'

মোবারক হোসেন এই ছেলের গুছিয়ে কথা বলার ক্ষমতায় আরো মুগ্ধ হলেন। ছেলেটা পড়াশোনায় কেমন কে জানে। ভাল হওয়াতো উচিত।

'শোন খোকা — তোমার রোল নাম্বার কত?'

'রোল নাম্বার মানে কি?'

'ক্লাসে যে পড় তোমার রোল কত?'

'আমি ক্লাসে যাই নাতো। পরীর বাচ্চাদের স্কুলে যেতে হয় না। আমাদের যা শেখার আকাশে উড়তে উড়তে বাবা — মা'র কাছ থেকে শিখি . . .।'

'আমি অনেক মিথ্যুক দেখেছি তোমার মত দেখিনি। এই দেশের যে কোন রাজনৈতিক নেতাকে তুমি মিথ্যা বলায় হারিয়ে দিতে পারবে।'

'আমি মিথ্যা বলছি না তো। এই দেখুন আমি উড়ছি . . .'

বলতে বলতে ছেলে তিন-চার ফুট উপরে উঠে গেল। শূন্যে কয়েকবার ঘুরপাক খেল। আবার নেমে এল নিজের জায়গায়। হাসিমুখে বলল, দেখেছেন?

মোবারক হোসেন কিছু বললেন না। তিনি দ্রুত মনে করতে চেষ্টা করলেন, সকালে কি নাস্তা খেয়েছেন। অনেক সময় বদহজম হলে-মানুষের দৃষ্টি বিভ্রম হয়।'

'আমার কথা কি আপনার বিশ্বাস হচ্ছে?'

মোবারক হোসেন সাহেব এবারো জবাব দিলেন না। তার কপাল ঘামছে।

পানির পিপাসা পেয়ে গেছে। শীশী বলল, আপনার সঙ্গে তো খেলা হল না, আরেক দিন এসে খেলব। আজ যাই।

মোবারক হোসেন সাহেব বিড়বিড় করে বললেন, যাবে কিভাবে? উড়ে চলে যাবে?

'হুঁ।'

তিনি হা করে তাকিয়ে আছেন। তাঁর হতভম্ব চোখের সামনে দিয়ে ছেলে উড়ে চলে গেল।

বাসায় ফিরতেই তাঁর দেখা হল বড় মেয়ের সঙ্গে। তিনি তাকে পুরো ঘটনা বললেন। বড় মেয়ে বলল, বাবা, তুমি বিছানায় শুয়ে থাক। আমি আসছি। তোমার মাথায় পানি ঢালব।

'কেন?'

'রোদে ঘুরে ঘুরে তোমার মাথা এলোমেলো হয়ে গেছে, এই জন্যে।'

'তুই আমার কথা বিশ্বাস করছিস না?'

'ওমা! কে বলল বিশ্বাস করছি না? করছি তো।'

রাতের মধ্যে সবাই জেনে গেলো, মোবারক হোসেন সাহেবের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আত্মীয়স্বজনে বাড়ি ভরে গেলো। ডাক্তার এলেন, সাইকিয়াট্রিস্ট এলেন। হুলস্থূল ব্যাপার।

মোবারক হোসেন সাহেবের চিকিৎসা চলছে। চিকিৎসায় তেমন উন্নতি হচ্ছে না। তিনি এখনো বিশ্বাস করেন ঐদিন এক পরীর ছেলের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। দুপুর হলেই তিনি পার্কে যাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেন। মাঝে মাঝে চিৎকার চেঁচামেচিও করেন। তাঁকে যেতে দেয়া হয় না। ছোট্ট একটা ঘরে তাঁকে সবসময়ই তালাবদ্ধ করে রাখা হয়।

মূর্ছনা
www.murchona.com
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
Archives of Bengali eBooks, Muzic & Videos
suman_ahm@yahoo.com

একটি ভয়ংকর অভিযানের গল্প

চৈত্র মাসের সন্ধ্যা।

সারাদিন অসহ্য গরম গিয়েছে, এখন একটু বাতাস ছেড়েছে। গরম কমেছে। আকাশে মেঘের আনাগোনা। কে জানে হয়তো বা বৃষ্টিও নামবে। অনেক দিন বৃষ্টি হচ্ছে না। এখন হওয়া উচিত।

মশাদের জন্যে এরচে' আনন্দজনক আবহাওয়া আর হতে পারে না। অল্প-স্বল্প বৃষ্টি হবে। খানাখন্দে খানিকটা পানি জমবে। সেই পানিতে ডিম পাড়া হবে। ডিম থেকে তৈরি হবে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা। পিন পিন করে গান গাইতে গাইতে তারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

এরকম এক সন্ধ্যায় এক মা-মশা তাঁর ছেলেমেয়েদের কাছে ডাকলেন। তাঁর তিন মেয়ে এক ছেলে। মেয়েদের নাম যথাক্রমে — পি, পিপি এবং পিপিপি। ছেলেটার নাম টে।

মা-মশা বললেন, আদরের সোনামণিরা, তোমরা লাইন বেঁধে আমার সামনে দাঁড়াও। তোমাদের সঙ্গে কথা আছে।

পি বলল, মা এখন তো আমরা খেলছি। এখন কোন কথা শুনতে পারব না।

মা-মশা বিরক্ত গলায় বললেন, বেয়াদবী করবে না মা। বড়রা যখন কিছু বলেন তখন শুনতে হয়। সবাই আস।

মশার ছেলেমেয়েরা মা'কে ঘিরে দাঁড়াল। শুধু পির মন একটু খারাপ। খেলা ছেড়ে উঠে আসতে তার ভাল লাগে না। সে যখন খেলতে বসে তখনই শুধু তার জরুরী কথা মনে হয় কেন কে জানে।

মা-মশা বললেন, আমার সোনামণিরা, আজ তোমাদের জন্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা দিন। আজ তোমাদের নিয়ে আমি এক অভিযানে বের হব।

টে বলল, কি অভিযান মা?

www.MurchOna.com

'রক্ত খাবার অভিযান। আজ আমরা মানুষের রক্ত খেতে যাব। কি করে রক্ত খেতে হয় শেখাব।'

টে আনন্দে হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, মা, আমি কিন্তু সবার আগে রক্ত খাব।

মা-মশা বিরক্ত মুখে বললেন, বোকার মত কথা বলবে না টে। তুমি হলে ছেলে-মশা। ছেলে-মশারা কখনো রক্ত খায় না। মেয়ে-মশারা খায়। তোমার বোনরা রক্ত খাবে — তুমি তাদের সাহায্য করবে।

টে মুখ কালো করে বলল, ওরা সবাই খাবে। আর আমি বুঝি বসে বসে দেখব। আমি রক্ত খেলে অসুবিধা কি?

'অসুবিধা আছে। মেয়ে-মশাদের পেটে ডিম আসে। সেই ডিমের পুষ্টির জন্যে মানুষের রক্ত দরকার। ছেলে-মশাদের পেটে তো আর ডিম আসে না — ওদের সেই জন্যেই রক্ত খেতে হয় না।'

টে রাগী গলায় বলল, আমার পেটে ডিম আসুক আর না আসুক। আমি খাবই।

'খাবে কি ভাবে? রক্ত খাবার জন্যে যে শুঁড় দরকার — সেটাইতো ছেলে মশাদের নেই।'

টে গলায় বলল, আমি যদি নাই খেতে পারলাম — তাহলে শুধু শুধু তোমাদের সঙ্গে কেন যাব?

'আমাদের সাহায্য করার জন্যে যাবে। মানুষের রক্ত খাওয়া তো কোন সহজ ব্যাপার না। কঠিন ব্যাপার। ভয়ংকর কঠিন।'

মশা-মা'র সবচে' ছোট মেয়ে পিপিপি একটু বোকা ধরনের। সে অবাক হয়ে বলল, রক্ত খাওয়া কঠিন কেন হবে মা? আমরা যাব, চুমুক দিয়ে ভরপেট রক্ত খেয়ে চলে আসব।'

'মা, তুমি সব সময় বোকার মত কথা বল। তুমি বড় হচ্ছ কিন্তু তোমার বুদ্ধি বড় হচ্ছে না। এটা খুব দুঃখের কথা! তুমি যে ভাবে কথা বলছ তাতে মনে হয় মানুষরা বাটিতে করে তোমার জন্যে রক্ত সাজিয়ে রেখেছে। ব্যাপার মোটেই তা না। মানুষের রক্ত খাওয়া ভয়ংকর কঠিন ব্যাপার। জীবন হাতে নিয়ে যেতে হয়।'

'জীবন হাতে নিয়ে যেতে হবে কেন মা?'

'তোমরা তাদের রক্ত খাবে আর তারা তোমাদের ছেড়ে দেবে? কক্ষনো না। মানুষের বুদ্ধি তো সহজ বুদ্ধি না, জটিল বুদ্ধি।'

টে বলল, মা, ওদের বুদ্ধি কি আমাদের চেয়েও বেশি?

'না রে বাবা। আমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধি কি করে হবে? ওরা যেমন মোটা

www.MurchOna.com

ওদের বুদ্ধিও মোটা। আমরা যেমন সরু আমাদের বুদ্ধিও সরু। আমাদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে ওরা যা করে তা দেখে হাসি পায়।'

'কি করে মা?'

'দরজা-জানালায় নেট লাগায়। শক্ত তারের নেট। কিন্তু ওরা জানে না যে, যখন দরজা খোলা হয় তখন আমরা হুড় হুড় করে ঢুকে পড়ি। তা ছাড়া নেটের ফুটা দিয়েও সহজেই ঢোকা যায়। পাখা গুটিয়ে টুপ করে ঢুকে যেতে হয়। তোদের শিখিয়ে দেব। ওটা কোন ব্যাপারই না।'

মেজো মেয়ে পিঁপি বলল, ওরা আর কি বোকামি করে মা?

'ওদের কাজকর্মের সবটাই বোকামিতে ভরা। মশারি বলে ওরা একটা জিনিস খাটায় — জালের মত। ছোট ছোট ফুটা। ওদের ধারণা সেই ফুটা দিয়ে আমরা ঢুকতে পারব না। হি হি হি।'

'আমরা কি ঢুকতে পারি?'

'অবশ্যই পারি। ওরা ঘুমিয়ে পড়লে আমরা করি কি, কয়েকজন মিলে ফুটা বড় করে ভেতরে ঢুকি। রক্ত-টক্ত খেয়ে ঐ ফুটা দিয়ে বের হয়ে চলে আসি। ওরা ভাবে, আমাদের হাত থেকে খুব বাঁচা বেঁচেছে।'

'আসলে বাঁচতে পারে না, তাই না মা?'

'হুঁ। এখন তোমরা সবাই তৈরি হয়ে নাও — আমার সঙ্গে যাবে এবং মানুষদের কামড়ানোর সাধারণ নিয়মকানুন শিখবে।'

'এটার আবার নিয়মকানুন কি?'

'কঠিন কঠিন নিয়ম আছে সোনামণিরা। নিয়ম না মানলে অবধারিত মৃত্যু। তোমাদের বাবাতো নিয়ম না মানার জন্যেই মারা গেল। শুনবে সেই গল্প।

পিঁ বলল, না শুনব না। বাবার মৃত্যুর গল্প শুনতে ভাল লাগবে না। মন খারাপ হবে।

'মন খারাপ হলেও তোমাদের শোনা দরকার। এর মধ্যে শেখার ব্যাপারও আছে। পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখময় ঘটনা থেকেই শিক্ষা নেয়া যায়।'

'ঠিক আছে মা বল আমরা শুনছি।'

'তোমাদের তখনো জন্ম হয়নি। আমার সবে মাত্র তোমাদের বাবার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। তোমাদের বাবা আমাকে বলল — চল মানুষের রক্ত খাবে। আমার যেতে ইচ্ছা করছিল না। তবু তার মা উৎসাহ দেখে গেলাম। তোমাদের বাবা বলল — তুমি নির্ভয়ে রক্ত খাবে — আমি লোকটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখব। সে আমাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। তোমাকে দেখতেই পাবে না। আমি তোমাদের বাবার কথা মত একটা মানুষের রক্ত খেতে শুরু করেছি। তোমাদের বাবা তাকে ব্যস্ত রাখার জন্যে তার

www.MurchOna.com

শীলার বাবা বললেন, আমার মা মণিরা কোথায় মজা দেখে যাও

www.MurchOna.com

চোখের সামনে খুব নাচানাচি করছে। একবার এদিকে যায়, একবার ওদিকে যায়। মাঝে মাঝে কানের কাছে গিয়ে গান গায় —

তিন তিন তিন
পিন পিন পিন।'

'বাহ্ বাবারতো খুব সাহস।'

'হ্যাঁ তার সাহস ছিল। কিন্তু এইসব হল বোকামী সাহস। বাহাদুরী দেখানোর সাহস। মশাদের যে সব নিয়ম কানুন আছে তার মধ্যে প্রথম নিয়ম হল — 'বাহাদুরী করবে না। বাহাদুরী করেছ কি মরেছ।'

'দ্বিতীয় নিয়ম কি?'

'দ্বিতীয় নিয়ম — লোভী হয়ো না। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। সাধু-সন্ন্যাসীর মত নির্লোভ হতে হবে।'

'কি ভাবে হব মা?'

'রক্ত যখন খাওয়া শুরু করবে তখন লোভীর মত খাবে না। যতটুক তোমার প্রয়োজন তার চেয়ে এক বিন্দুও বেশি খাবে না। বেশি খেয়েছ কি মরেছ। শরীর ভারী হয়ে যাবে। উড়তে পারবে না। রক্ত খেয়ে ঐ জায়গাতেই বসে থাকতে হবে। তখন যার রক্ত খেয়েছ সে চড় দিয়ে মেরে ফেলবে।'

পিপি আঁৎকে উঠে বলল, কি ভয়ংকর!

মা-মশা বললেন, এই ব্যাপারটা সবাইকে প্রথমেই শেখানো হয়। তারপরেও অনেকের মনে থাকে না। লোভীর মত রক্ত খেতে শুরু করে। ফল হল মৃত্যু।

সবচে' ছোট মেয়ে পিপিপি বলল, আমি কখনো লোভীর মত রক্ত খাব না। অল্প একটু খেয়েই উড়ে চলে আসব। শুধু ঠোঁট ভেজাব।

'সবাই এই কথা বলে কিন্তু কাজের সময় আর কারোর কিছু মনে থাকে না।'

'রক্ত খেতে কি খুব মজা মা?'

'অসম্ভব মজা। একবার খাওয়া শুরু করলে ইচ্ছা করে খেতেই থাকি, খেতেই থাকি, খেতেই থাকি।'

'মা, আমার খুব খেতে ইচ্ছা করছে।'

'চল যাওয়া যাক। শুধু একটা কথা — তোমরা মনে রাখবে — আমরা কিন্তু বেড়াতে যাচ্ছি না — আমরা যাচ্ছি এক ভয়ংকর অভিযানে। আমাদের যেতে হবে খুব সাবধানে।

মা-মশা তার চার পুত্র-কন্যা নিয়ে এলিফেন্ট পার্ক এপার্টমেন্টের আট তলায় শীলাদের বাসায় এসে উপস্থিত হল। শীলারা তিন বোন তখন টিভি দেখছে। তাদের

www.MurchOna.com

ছোট ভাইটা খাটে ঘুমুচ্ছে। শীলার বাবা চেয়ারে বসে কি যেন লিখছেন। শীলার মা ছোট বাবুর পাশে বসে গল্পের বই পড়ছেন।

পি ফিসফিস করে বলল, মা, আমরা কাকে কামড়াব? বড় মেয়েটাকে কামড়াব মা? ও দেখতে সবচে' সুন্দর।

মা-মশা বললেন, প্রথমেই কামড়াবার কথা ভাববে না। প্রথমে পরিস্থিতি দেখে। অবস্থা বিবেচনা করবে।

'পরিস্থিতি কি ভাবে দেখব? ওদের কাছ থেকে ঘুরে আসব?'

'অসম্ভব। ওদের কাছে গিয়ে ভনভন করলেই ওরা সজাগ হয়ে যাবে। ওরা বুঝবে যে ঘরে মশা আছে। বলা যায় না মশার অষুধও দিয়ে বসতে পারে। ওদের কিছুতেই জানতে দেয়া যাবে না যে আমরা আছি।'

পি বলল, আমি কাকে কামড়াব তা তো তুমি এখনো বললে না। তিন বোনের কোন্ বোনটাকে কামড়াব?

'ওদের কাউকেই কামড়ানো যাবে না। দেখছ না ওরা জেগে আছে, টিভি দেখছে? টিভির প্রোগ্রামও বাজে। কেউ মন দিয়ে দেখছে না। ওদের কামড়ালেই ওরা টের পেয়ে যাবে। সবচে' ভাল ঘুমন্ত কাউকে কামড়ানো।'

বড় মেয়ে বলল, মা, ওদের ছোট্ট ভাইটা ঘুমুচ্ছে। ওকে কামড় দিয়ে আসি?

মা-মশা গম্ভীর গলায় বললেন, ভুলেও এই কাজ করবে না। বাচ্চার মা পাশে বসে আছে — বাচ্চাকে কামড়ালেই মা টের পাবে। মা'য়েরা কি'ভাবে কিভাবে যেন টের পেয়ে যায়। একটা কথা খেয়াল রেখো, মা পাশে থাকলে ছোট শিশুর গায়ে কখনো বসবে না।

'মা'কে কামড়ে আসি মা?'

'হ্যাঁ, তা পারা যায়। মা বই পড়ছেন — খুব মন দিয়ে পড়ছেন। তাঁর এক হাতে বই, কাজেই এই হাতটা আটকা আছে। অন্য হাতটা খালি। এমন জায়গায় বসতে হবে যেন খালি হাত সেখানে পৌঁছতে না পারে। আমাদের আদরের বড় মেয়ে পি তুমি যাও — ঐ মা'র রক্ত খেয়ে আস। খুব সাবধান। লোভী হবে না। মনে থাকবে?'

'মনে থাকবে মা।'

'কোথায় বসবে বলে ঠিক করেছ?'

'তার বাঁ হাতে।'

'ভাল, খুব ভাল চিন্তা। শীলার মা'র ডান হাতে বই ধরা আছে। এই হাতে সে তোমাকে মারতে পারবে না। বাঁ হাত দিয়ে তো আর বাঁ হাতের মশা মারতে পারবে না। আমার ধারণা, কোন রকম সমস্যা ছাড়াই তুমি রক্ত খেয়ে চলে আসতে

www.MurchOna.com

পারবে। যাও মা . . .'

বড় মেয়ে পি উড়ে গেল এবং রক্ত খেয়ে চলে এল। শীলার মা কিচ্ছু বুঝতেও পারলেন না। এক সময় শুধু বিরক্ত হয়ে হাত ঝাঁকালেন।

মশা-মা বললেন, আমার বুদ্ধিমতী বড় মেয়ে কি সুন্দর রক্ত খেয়ে চলে এসেছে! কিচ্ছু বুঝতেও পারেনি। এবার মেজো মেয়ের পালা . . .

মা-মশা কথা শেষ করার আগেই পিপি উড়ে গেল। তার আর তর সইছিল না। সে শীলার মা'কে দু'বার চক্কর দিয়ে বসল তাঁর ঘাড়ে। এবার শীলার মা টের পেলেন। মশা মারার জন্যে বাঁ হাত উঁচু করলেন — মশা এমন জায়গায় বসেছে যে বাঁ হাত সেখানে পৌঁছে না। কাজেই মেজো মেয়ে পিপিও নির্বিঘ্নে রক্ত খেয়ে চলে এল।

মা-মশা বললেন, তোমার কাজেও আমি খুশি, তবে তুমি দু'টা চক্কর দিলে কেন? এটা উচিত হয়নি। শুধু গায়ে বসলেই যে মানুষ মশা মারে তা না — আশেপাশে উড়তে দেখলেও মেরে ফেলে। তুমি বাহাদুরী করতে গিয়েছ। বাহাদুরী করাও নিষেধ। ভবিষ্যতে আরো সাবধান হবে। এবার সবচে' ছোটজনের পালা . . .

বলতে না বলতেই পিপিপি উড়তে শুরু করল। মা-মশা চিৎকার করে ডাকলেন, ফিরে এসো, ফিরে এসো।

পিপিপি ফিরে এল। মা-মশা বললেন, তুমিও কি ঐ শীলার মা'কে কামড়াতে যাচ্ছিলে?

'হ্যাঁ।'

'এতবড় বোকামি কি করতে আছে? এর আগে দু'জন তার রক্ত খেয়ে গেছে। এখন সে অনেক সাবধানী। তার কাছে যাওয়াই ঠিক হবে না।'

'তাহলে কি শীলার বাবার রক্ত খাব মা?'

'হ্যাঁ, তা খাওয়া যেতে পারে। উনি গভীর মনোযোগে লেখালেখি করছেন। তাঁর গা থেকে এক চুমুক রক্ত খেলে উনি বুঝতেও পারবেন না।'

'উনি কি লিখছেন মা?'

'মনে হয় গল্প লিখছেন।'

'সুন্দর গল্প?'

'সুন্দর গল্প না পচা গল্প তা তো জানি না — এখন মা, তুমি মন দিয়ে শোন আমি কি বলছি — তুমি উনার হাতে বসবে। বসেই রোমকূপ খুঁজে বের করবে। যেখানে-সেখানে সূঁচ ফুটিয়ে দেবে না। সূঁচ ভেঙে যেতে পারে। সূঁচ ভাঙলে তীব্র ব্যথা হয়। মনে থাকবে?'

'হ্যাঁ মা, মনে থাকবে।'

'মানুষের শরীরে দু' ধরনের রক্ত আছে — শিরার রক্ত। এই রক্ত কালো, স্বাদ নেই। আর হল, ধমনীর পরিস্কার ঝকঝকে রক্ত। খুব স্বাদ। ধমনীর রক্ত খাবে। মনে থাকবে?'

'হ্যাঁ থাকবে।'

'লোভীর মত রক্ত খাবে না। মনে রাখবে লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।'

'মা, আমার মনে থাকবে।'

'তুমি তো একটু বোকা — এই জন্যেই তোমাকে নিয়ে আমার ভয়।'

'মা, একটুও ভয় পেও না। দেখ না — আমি যাব আর চলে আসব। মা যাই?'

মা-মশা চিন্তিত মুখে বললেন, আচ্ছা যাও।

পিঁপিঁপি শীলার বাবার হাতে বসেছে। রোমকূপ খুঁজে বের করে তার শূড় নামিয়ে দিয়েছে। শূড় বেয়ে রক্ত উঠে আসছে। পিঁপিঁপির মাথা ঝিমঝিম করে উঠল — কি মিষ্টি রক্ত! কি মিষ্টি! মনে হচ্ছে, আহ্‌, সারাজীবন ধরে যদি এই রক্ত খাওয়া যেতো! সে খেয়েই যাচ্ছে, খেয়েই যাচ্ছে। তার পেট বেলুনের মত ফুলছে . . . তার কোনই খেয়াল নেই।

মা-মশা চিৎকার করে কাঁদছেন — বোকা মেয়ে, তুই কি সর্বনাশ করছিস! তুই ওঠে আয়। এখনো সময় আছে। এখনো হয়ত কষ্ট করে উড়তে পারবি . . .

পিঁপিঁপির মা'র কোন কথা শুনতে পাচ্ছে না। সে রক্ত খেয়েই যাচ্ছে। পিঁপিঁপির দুই বোন এখন কাঁদছে, তার ভাইও কাঁদছে।

মা-মশা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, ওরে বোকা মেয়ে, শীলার বাবা তো এক্ষুণি তোকে দেখবে। পিষে মেরে ফেলেব — তুই উড়ে পালিয়েও যেতে পারবি না। তোকে এত করে শিখিয়ে দিলাম, তারপরেও তুই এত বড় বোকামি কি করে করলি . . . !

মা-মশার কথা শেষ হবার আগেই শীলার বাবা মশাটাকে দেখলেন — রক্ত খেয়ে ফুলে ঢোল হয়ে আছে। নড়াচড়া করতে পারছে না। ঝিম মেরে হাতের উপর বসে আছে। তিনি মশাটাকে তাঁর লেখার কাগজের উপর ঝেড়ে ফেললেন। মশাটা অনেক কষ্টে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। কয়েকবার উড়ার চেষ্টা করল। পারল না। শীলার বাবা বললেন, আমার মা-মণিরা কোথায়? মজা দেখে যাও।

মজা দেখার জন্যে তিন মেয়েই ছুটে এল।

'দেখ, এই দেখ। মশাটাকে দেখ, রক্ত খেয়ে কেমন হয়েছে। উড়তে পারছে না।'

শীলা বলল, এর মধ্যে মজার কি আছে বাবা? তুমি কি যে পাগলের মত বল!

www.MurchOna.com

মশাটাকে মেরে ফেল।

'মেরে ফেলব?'

'অবশ্যই মেরে ফেলবে। সে তোমার রক্ত খেয়েছে, তুমি তাকে ছেড়ে দেবে কেন? তোমার হয়ে আমি মেরে দেই?'

'না না, মারিস না। মারিস না — থাক না।'

'মারব না কেন?'

'তুচ্ছ একটা প্রাণী শুধু শুধু মেরে কি হবে?'

'তোমার রক্ত খেয়েছে তো!'

'বেচারার খাবারই হচ্ছে রক্ত। না খেয়ে করবে কি? আমরা হাস-মুরগি এইসব মেরে মেরে খাচ্ছি না? আমাদের যদি কোন দোষ না হয় ওদেরও দোষ হবে না।'

পিপিপি খনিকটা শক্তি ফিরে পেয়েছে — অনেকবারের চেষ্টায় সে একটু উড়তে পারল। খানিকটা উঠল — ওম্নি তাকে সাহায্যের জন্যে তার মা, ভাই ও দুই বোন ছুটে এল। তারা তাকে ধরে ধরে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

পিপিপি বলল, মা, আমরা যে চলে যাচ্ছি ঐ ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়ে গেলাম না তো। উনি ইচ্ছা করলে আমাকে মেরেও ফেলতে পারতেন কিন্তু মারেননি।

'উনাকে ধন্যবাদ দেয়ার দরকার নেই মা। উনি আমাদের ধন্যবাদ বুঝবেন না। তাছাড়া যারা বড় তারা কখনো ধন্যবাদ পাবার আশায় কিছু করে না।'

'মা, তবু আমি উনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই।'

'তুমি তো উড়তেই পারছ না, ধন্যবাদ কি করে দেবে?'

'আমি এখন উড়তে পারব। আমি পারব।'

পিপিপি শীলার বাবার চারদিকে একটা চক্কর দিয়ে বিনীত গলায় বলল — আমি অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্র একটি পতঙ্গ। আপনি আমার প্রতি যে মমতা দেখিয়েছেন তা আমি সারাজীবন মনে রাখব। আমার কোনই ক্ষমতা নেই। তারপরও যদি কখনো আপনার জন্যে কিছু করতে পারি আমি করব।

পিপিপির মা, ভাই এবং বোনরা একটু দূরে তার জন্যে অপেক্ষা করছে। সে উড়ে যাচ্ছে তাদের দিকে। তার চোখ বার বার পানিতে ভিজে যাচ্ছে। কিছু কিছু মানুষ এত ভাল হয় কেন এই ব্যাপারটা সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না।

মূর্ছনা
www.murchona.com
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
Archives of Bengali eBooks, Muzic & Videos
suman_ahm@yahoo.com

ভূত মন্ত্র

বাবলুকে একা বাসায় রেখে তার বাবা-মা ভৈরবে বেড়াতে গেছেন। সকালের ট্রেনে গেছেন, ফিরবেন রাত ন'টায়। এই এত সময় বাবলু একা থাকবে। না, ঠিক একা না, বাসায় কাজের বুয়া আছে।

বাবলুর খুব ইচ্ছা ছিল সেও ভৈরব যাবে। অনেকদিন সে ট্রেনে চড়ে না। তার খুব ট্রেনে চড়তে ইচ্ছা করছিল। তা ছাড়া ভৈরবে ছোটখালার বাড়িতেও অনেক মজা হবে। ছোটখালার বাড়িটা নদীর উপরে। নিশ্চয়ই নৌকায় চড়া হবে। বাবলু অনেক দিন নৌকাতেও চড়ে না। তাকে ইচ্ছে করলেই নিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু বাবলুর বাবা মনসুর সাহেব তাকে নেবেন না। তিনি চোখ-মুখ কুঁচকে বললেন, নো নো নো। বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে বেড়ানো আমি পছন্দ করি না। তুমি বাসায় থাক। হোম ওয়ার্ক শেষ কর।

বাবলু ক্ষীণ গলায় বলল, হোম ওয়ার্ক শেষ করে রেখেছি।

'শেষ করলে অন্য কাজ কর। দেখি অংক বই নিয়ে আস, দাগিয়ে দেই। অংক করে রাখ — ভৈরব থেকে ফিরে এসে দেখব।'

বাবলু অংক বই নিয়ে এল। মনসুর সাহেব বিশটা অংক দাগিয়ে দিলেন।

'সব করবে। একটা বাদ থাকলে কানে ধরে চড়কিপাক খাওয়াব। সারাদিন আছেই শুধু খেলার ধান্ধায়।'

বাবলুর চোখে পানি এসে গেল। সারাদিন সে তো খেলার ধান্ধায় থাকে না। খেলাধুলা যা করার স্কুলেই করে। বাসায় ফিরে বাবার ভয়ে চুপচাপ বই নিয়ে বসে থাকে। বাবলু তার বাবাকে অসম্ভব ভয় পায়। বাবাদের কোন ছেলেই এত ভয় পায় না — বাবলু পায়, কারণ মনসুর সাহেব বাবলুর আসল বাবা না, নকল বাবা।

বাবলুর আসল বাবার মৃত্যুর পর তার মা এঁকে বিয়ে করেন। তবে লোকটা যে খুব খারাপ তাও বলা যাবে না। বাবলুকে তিনি প্রায়ই খেলনা, গল্পের বই এইসব

www.MurchOna.com

কিনে দেন। কিছুদিন আগে দামী একটা লেগোর সেট কিনে দিয়েছেন।

তবে বাবলুর সব সময় মনে হয় তার আসল বাবা বেঁচে থাকলে লক্ষ গুণ বেশি মজা হত। বাবা নিশ্চয়ই তাকে ফেলে ভৈরব যেতেন না। বাবলু কোথাও যেতে পারে না। বেশির ভাগ সময় সোবাহানবাগ ফ্ল্যাটবাড়ির তিনতলাতেই তাকে বন্দি থাকতে হয়। মাঝে মাঝে তার এমন কান্না পায়।! তার কান্না দেখলে মা কষ্ট পাবেন বলে সে কাঁদে না। তার খুব যখন কাঁদতে ইচ্ছা করে তখন সে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে কাঁদে। বের হয়ে আসার সময় চোখ মুছে এমনভাবে বের হয় যে কেউ কিচ্ছু বুঝতে পারে না।

বাবলু বসার ঘরে অংক বই নিয়ে বসেছে। মনসুর সাহেব বিশটা অংক দাগিয়ে দিয়ে গেছেন। এর মধ্যে সে মাত্র একটা অংক করেছে। অংকগুলি এমন কঠিন! বুয়া গ্লাস ভর্তি দুধ রেখে গেছে। দুধ খেতে হবে — না খেলে সে নালিশ করবে। গ্লাসটার দিকে তাকালেই বাবলুর বমি আসছে। সে অংক করছে গ্লাসটার দিকে না তাকিয়ে। এই সময় দরজায় খট খট শব্দ হল। বাবলু দরজা খুলে দিল। সাত-আট বছর বয়েসী দুষ্টু দুষ্টু চেহারার একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। খালি পা। পরনে সাইজে বড় একটা প্যান্ট। প্যান্ট খুলে খুলে পড়ার মত হচ্ছে আর সে টেনে টেনে তুলছে। তার গায়ে রঙিন শার্ট। শার্টের একটা বোতাম নেই। বোতামের জায়গাটা সেফটি পিন দিয়ে আটকানো। ছেলেটা বাবলুর দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে বলল — এই, তুই আমার সঙ্গে খেলবি?

বাবলু কথা বলল না। ছেলেটাকে সে চিনতে পারছে না। ফ্ল্যাটেরই কারো ছেলে হবে। তবে বাবলু আগে দেখেনি। অপরিচিত একটা ছেলে তাকে তুই তুই করছে, এটাও বাবলুর ভাল লাগছে না।

'কথা বলছিস না কেন? খেলবি?'

'না।'

'আমি অনেক মজার মজার খেলা জানি।'

'আমি খেলব না। অংক করছি।'

'সকালবেলা কেউ অংক করে? আয় কিছুক্ষণ খেলি — তারপর অংক করিস।'

'আমাকে তুই তুই করে বলছ কেন?'

'বন্ধুকে তুই তুই করে বলব না? বন্ধুকে বুঝি আপনি আপনি করে বলব?'

'আমি তোমার বন্ধু না।'

'বন্ধু না। এখন হবি। ঐ গ্লাসটায় কি দুধ না-কি?'

www.MurchOna.com

ছেলেটা বাবলুর দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে
বলল, তুই আমার সঙ্গে খেলবি?

www.MurchOna.com

'হুঁ।'

'তোকে খেতে দিয়েছে?'

'হুঁ।'

'খেতে ইচ্ছা করছে না?'

'না।'

'দুধটাকে পেপসি বানিয়ে তারপর খা।'

'পেপসি কি ভাবে বানাব?'

'মন্ত্র পড়লেই হয়। এর মন্ত্র আছে। মন্ত্র জানিস না?'

রাগে বাবলুর গা জ্বলে যাচ্ছে। কি রকম চালবাজের মত কথা! মন্ত্র পড়লেই দুধ না-কি পেপসি হয়ে যাবে। মন্ত্র এতই সস্তা?

'আমি মন্ত্র জানি। মন্ত্র পড়ে পেপসি বানিয়ে দেব?'

'দাও।'

'যদি দেই তাহলে কি তুই খেলবি আমার সঙ্গে?'

'হুঁ।'

ছেলেটা ঘরে ঢুকল। চোখ বন্ধ করে বিড় বিড় করে কি যেন বলে গ্লাসে ফুঁ দিল — বাবলু দেখল, দুধ দুধের মতই আসছে। আগের মতই কুৎসিত। সর ভাসছে।

ছেলেটা বলল, দেখলি দুধ কেমন পেপসি বানিয়ে দিলাম কঠিণ মন্ত্র — তোকে শিখিয়ে দেব। এই মন্ত্র দিয়ে খাবার জিনিস বদলে ফেলা যায়। মনে কর তোকে ছোট মাছ দিয়ে ভাত দিয়েছে ছোট মাছ খেতে ইচ্ছা করছে না। মন্ত্র পড়ে ফু দিবি ছোট মাছ হয়ে যাবে মুরগীর রান। তুই মুরগীর রান খাস, না বুকের মাংস?

বাবুল বলল, দুধতো আগের মতই আছে। একটুও বদলায় নি।

'দেখাচ্ছে দুধের মত কিন্তু এর স্বাদ এখন পেপসির মত। খুব ঝাঁঝ। এক চুমুক খেলেই টের পাবি। একটা চুমুক দিয়ে দেখ।'

ছেলেটা কি তাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছে? বাবলুর রাগ লাগছে। কেউ তাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করলে তার রাগ লাগে। ছেলেটা বলল, আমার দিকে এমন রাগি চোখে তাকিয়ে আছিস কেন? একটা চুমুক দিয়ে দেখ।

বাবলু দুধের গ্লাস হাতে নিল। এক চুমুক খেয়ে দেখা যাক। ক্ষতিতো কিছু নেই। ছেলেটা যে ভাবে বলছে তাতে দুধ বদলে গিয়ে পেপসি হয়েও তো যেতে পারে।

বাবলু চুমুক দিল। চুমুক দিয়েই থু করে ফেলে দিল। দুধ দুধের মতই আছে — তার মুখের ভেতর দুধের সঙ্গে এক গাদা সরও ঢুকে গেছে। এই ছেলে দেখি মহা ত্যাঁদড়। তাকে খুব বোকা বানাল।

www.MurchOna.com

'ছেলেটা বলল, পেপসি হয়নি?'

'না।'

'সময় লাগবে। দিনের বেলা মন্ত্র চট করে লাগে না। দুধের গ্লাসটা এক কোনায় রেখে দে কিছুক্ষণ পর দেখবি দুধ বদলে পেপসি হবে। এখন আয় আমরা খেলি। বেশিক্ষণ খেলব না। অল্প কিছুক্ষণ খেলে আমি চলে যাব।'

'আমি খেলব না। আমাকে অংক করতে হবে। তা ছাড়া তুমি মিথ্যাবাদী। মিথ্যাবাদীর সঙ্গে আমি খেলি না।'

'আমি মিথ্যাবাদী তোকে কে বলল? দুধটা বদলাতে সময় লাগছে — বললাম না, গরমের সময় মন্ত্র সহজে ধরে না।'

'তুমি চলে যাও। আমার অংক শেষ করতে হবে।'

'কঠিন অংক?'

'হুঁ কঠিন।'

'খুব কঠিন?'

'হুঁ। খুব কঠিন।'

'কঠিন অংক সহজ করার একটা মন্ত্র আছে। সেটা শিখিয়ে দিব? যে কোন কঠিণ অংকের দিকে তাকিয়ে মন্ত্রটা পড়ে দু'বার ফু দিলেই অংক সহজ হয়ে যাবে, চট করে করতে পারবি। দেব শিখিয়ে?

'তুমি আমার সঙ্গে ফাজলামী করছ কেন? তুমি কি ভেবেছ? আমি বোকা? আমি মোটেই বোকা নই।'

'মন্ত্র শিখবি না?'

'না শিখব না। আর শোন আমাকে তুই তুই করবে না।'

ছেলেটা ফিস ফিস করে বলল — তুই এমন রেগে আছিস কেন? রাগ করাতো ভাল না। আচ্ছা শোন, রাগ কমাবার মন্ত্র আমার কাছ থেকে শিখবি? এই মন্ত্রটা খুব সহজ। হাত মুঠো করে এই মন্ত্র একবার পড়লেই রাগ কমে যায়। নিজের রাগতো কমেই আশে পাশে যারা আছে তাদের রাগও কমে। মনে কর তোর বাবা খুব রাগ করেছেন — তুই হাত মুঠো করে একবার মন্ত্রটা পড়বি — দেখবি মজা। তোর বাবার সব রাগ পানি হয়ে যাবে। তাকে হাসি মুখে কোলে তুলে নিবে।'

বাবলু বলল, তুমি যাওতো।

'চলে যাব?'

'হ্যাঁ চলে যাবে এবং আর কোনদিন আসবে না।'

'আচ্ছা চলে যাচ্ছি। একটা খাতা আর কলম আন — চট চট করে মন্ত্রগুলি লিখে ফেল। আমি একবার চলে গেলে আর আমাকে পাবি না।'

www.MurchOna.com

'তোমাকে আমার দরকারও নেই।'

'সত্যি চলে যাব?'

'হ্যাঁ চলে যাবে।'

'আচ্ছা চলে যাচ্ছি। তুই মন খারাপ করে বসেছিলি দেখে এসেছিলাম — আমি কে জানিস?'

'জানতে চাই না।'

'আমি হচ্ছি ভূত রাজার ছেলে। ভূতদের সব মন্ত্র আমি জানি। খাতাটা দে না — অদৃশ্য হবার মন্ত্রটা লিখে রেখে যাই। চোখ বন্ধ করে তিনবার এই মন্ত্রটা পড়লেই অদৃশ্য হয়ে যাবি। আর কেউ তোকে দেখতে পাবে না।'

'তুমি যাও তো।'

ছেলেটা মন খারাপ করে চলে গেল। বাবলু দরজা বন্ধ করে আবার অংক নিয়ে বসল। কি যে কঠিন সব অংক । বাবলু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। অংক সহজ করার কোন মন্ত্র থাকলে ভালই হত।

রান্নাঘর থেকে বুয়া চেঁচিয়ে বলল, দুধ খাইছ?

বাবলু বলল, না।

'তাড়াতাড়ি খাও। না খাইলে তোমার আব্বার কাছে নালিশ দিমু।'

'নালিশ দিতে হবে না, খাচ্ছি।'

বাবলু দুধের গ্লাস হাতে নিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল। দুধ কোথায়? গ্লাস ভর্তি পেপসি। বরফের দু'টা টুকরাও ভাসছে। বাবলু ভয়ে ভয়ে একটা চুমুক দিল।

হ্যাঁ সত্যি সত্যি পেপসি। কি ঝাঁঝ। মন্ত্র তাহলে সত্যি আছে?

বাবলু ছুটে ঘর থেকে বের হল। ছেলেটাকে কোথাও পাওয়া গেল না। ফ্ল্যাটের দারোয়ান বলল, লাল সার্ট পরা একটা ছেলেকে সে শীষ দিতে দিতে রাস্তার ফুটপাত ধরে এগিয়ে যেতে দেখেছে। এর বেশি সে আর কিছু জানে না।

মূর্ছনা
www.murchona.com
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
Archives of Bengali eBooks, Muzic & Videos
suman_ahm@yahoo.com

পানি-রহস্য

মবিন সাহেব বাগানের ফুল গাছে পানি দিচ্ছিলেন। তাঁর সামনে জয়নাল দাঁড়িয়ে আছে। অনেকক্ষণ ধরেই আছে। মাঝে মাঝে খুক খুক করে কাশছে, পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটিতে নকশা কাটছে, মুখে কিছু বলছে না। মবিন সাহেব বললেন, কিছু বলবি না-কি রে জয়নাল? জয়নাল লজ্জিত মুখে হাসল। সে অল্পতেই লজ্জা পায়।

মবিন সাহেব বললেন, আজ কাজকর্ম নেই?

'জ্বে না।'

জয়নালের বয়স চল্লিশের উপরে। বিয়ে-টিয়ে করেনি। একা মানুষ। এক কামারের দোকানে কাজ করে। হাপর চালায়, কয়লায় ফুঁ দেয়। রাতে ঐ দোকানের একপাশে চট বিছিয়ে ঘুমিয়ে থাকে।

মবিন সাহেব বছরখানিক আগে কামারের দোকানে একটা শাবল বানাতে দিয়েছিলেন। জয়নাল তাকে বসিয়ে রেখে শাবল বানিয়ে দিল। নাম মাত্র দাম নিল। সেই সূত্রে পরিচয়। মবিন সাহেবের মনে হয়েছে জয়নাল অতি ভদ্র, অতি সজ্জন একজন মানুষ। একটু বোধহয় বোকা। তাতে কিছু যায় আসে না। চালাক বদলোকের চেয়ে বোকা সজ্জন ভাল। সে ছুটিছাটার দিনে মবিন সাহেবের বাড়িতে আসে। কিছু বলে না, মাথা নিচু করে মেঝেতে চুপচাপ বসে থাকে। মবিন সাহেব তাঁর নাতনীদের সঙ্গে গল্প-গুজব করেন, সে গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনে। আজও বোধহয় গল্প শোনার লোভেই এসেছে। মবিন সাহেব গাছের গোড়ায় পানি ঢালতে ঢালতে বললেন, কি রে জয়নাল, কিছু বলবি?

জয়নাল মাথা চুলকাতে লাগল। পায়ের বুড়ো আঙুলে নকশা কাটা আরো দ্রুত হল। বার কয়েক খুক খুক করে কাশল।

'কিছু বলার থাকলে বলে ফেল্। এত লজ্জা কিসের?'

www.MurchOna.com

'ঐ গল্পটা আবার শুনতে আইছি।'

মবিন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, কোন্ গল্প?

'পানির উপরে দিয়া যে হাঁটে . . .'

'একবার তো শুনেছিস, আবার কেন?'

'মনটা টানে।'

মবিন সাহেব তাঁর নাতনীদের টলস্টয়ের বিখ্যাত একটা গল্প বলেছিলেন। যে গল্পে কয়েকজন বেঁটে ধরনের সাধুর কথা আছে। তারা এক নির্জন দ্বীপে বাস করতো, নিজেদের মত করে আল্লার নাম-গান করতো। সমুদ্রের উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে যাবার অদ্ভুত ক্ষমতা তাদের ছিল। এই গল্প জয়নালও শুনেছে। বোকা মানুষ, হয়ত ভাল করে বুঝতে পারেনি। এখন ভাল মত বুঝতে চায়।

মবিন সাহেব বললেন, বসো আমার সামনে, গল্পটা আবার বলি।

জয়নাল বসল। মবিন সাহেবের কাছ থেকে খুরপাই টেনে নিয়ে মাটি কুপাতে লাগল। তাকে নিষেধ করে লাভ হবে না। সে কাজ না করে থাকতে পারে না। সে যতবার আসে এটা-সেটা করে দেয়।

মবিন সাহেব গল্প শুরু করলেন। জয়নাল নিবিষ্ট মনে শুনছে। গল্প শেষ হবার পর সে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, উনারা সাধু ছিলেন?

'হ্যাঁ, সাধু ছিলেন। সাধারণ মানুষ তো আর পানির উপর হাঁটতে পারে না।'

'পারে না কেন স্যার?'

'মানুষের ওজন পানির চেয়ে বেশি। আর্কিমিডিসের একটা সূত্র আছে। তুই তো বুঝবি না। লেখাপড়া না জানলে বুঝানো মুশকিল।'

জয়নাল বিনীত গলা বলল, আমি লেখাপড়া জানি। ক্লাস থিরি পাশ করছিলাম। পাঁচের ঘরের নামতা জানি।

'পাঁচের ঘরের নামতা জানলে হবে না, আরো পড়াশোনা জানা লাগবে।'

'জ্বি আচ্ছা। স্যার আইজ উঠি।'

'আচ্ছা যা।'

জয়নাল উঠে দাঁড়াল তবে চলে গেল না। আবারো খুক খুক করে কাশতে লাগল। মনে হচ্ছে সে আরো কিছু বলতে চায়। মবিন সাহেব বললেন, কিছু বলবি?

জয়নাল বিব্রত গলায় বলল, সাধু হওয়ার নিয়মটা কি?

'কেন, তুই কি সাধু হতে চাস নাকি?'

জয়নাল মাথা নিচু করে ফেলল। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সে সাধু হতে চায়।

মবিন সাহেব বললেন, সাধু হওয়া বড়ই কঠিন। নির্লোভ হতে হয়। পরের

www.MurchOna.com

মঙ্গলের জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে হয়। তারা কখনো মিথ্যা বলে না। সাধারণ মানুষ মিথ্যা না বলে থাকতে পারে না। সামান্য হলেও মিথ্যা বলতে হয়।

জয়নাল প্রায় ফিসফিস করে বলল, স্যার, আমি মিথ্যা বলি না।

'ভাল। খুব ভাল।'

'আমার কোন লোভও নাই।'

মবিন সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, তুই তো তাহলে সাধুর পর্যায়ে চলেই গেছিস।

জয়নাল লজ্জা পেয়ে বলল, স্যার যাই?

'আচ্ছা যা। আরে শোন শোন, একটু দাঁড়া।'

মবিন সাহেব ঘর থেকে একটা পুরানো কোট এনে দিলেন। কোটের রঙ জ্বলে গেছে, হাতের কাছে পোকায় কেটেছে। তবু বেশ গরম। জয়নাল ব্যবহার করতে পারবে। মবিন সাহেব লক্ষ্য করেছেন এই শীতেও জয়নাল পাতলা একটা জামা পরে থাকে। খালি পায়ে হাঁটে।

জয়নাল কোট পেয়ে অভিভূত হয়ে গেল। তার চোখে পানি এসে গেল। সে নিচু হয়ে মবিন সাহেবকে কদমবুসি করল।

কোট যেদিন দিলেন সেদিন সন্ধ্যাতেই মবিন সাহেবের সঙ্গে জয়নালের আবার দেখা। কোট গায়ে দিয়ে জয়নাল একেবারে ফিটফাট বাবু। সে রাস্তার মোড়ে উবু হয়ে বসে একটা কুকুরকে পাউরুটি ছিড়ে ছিড়ে দিচ্ছে। ফিস ফিস করে কুকুরকে বলছে, খা বাবা খা। কষ্ট কইরা খা। পরের বার তোর জন্যে গোশত জোগার করব। না খাইলে শইল্যে বল হইব না।

মবিন সাহেব থমকে দাঁড়ালেন।

'কি করছিস রে জয়নাল?'

'কিছু না স্যার।'

'কুকুরকে পাউরুটি খাওয়াচ্ছিস, ব্যাপারটা কি?'

'এ স্যার হাটাচলা করতে পারে না। দুইটা ঠেং ভাঙা, লুলা হইয়া আছে। ঠেং-এর উপর দিয়া গাড়ি চইল্যা গেল।'

'তুই কি রোজ একে খাইয়ে যাস?'

মবিন সাহেব দেখলেন কুকুরটায় আসলেই অন্তিম দশা। মনে হচ্ছে শুধু পা না, কোমড়ও ভেঙ্গেছে। নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী বলেই এখনো বেঁচে আছে। মানুষ হলে মরে যেত।

জয়নাল কিছু বলল না। হাসল। মবিন সাহেব বললেন, পাউরুটি ছিড়ে ছিড়ে মুখে তুলে দেবার দরকার কি? সামনে ফেলে দে — নিজেই খাবে।

www.MurchOna.com

'জ্বি আচ্ছা।'

জয়নাল পাউরুটি ফেলে মবিন সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল। মবিন সাহেব বললেন — কোটে শীত মানে?

'জ্বে স্যার, মানে।'

'কোট গায়ে দিয়ে খালি পায়ে হাঁটাহাঁটি ভাল দেখায় না। এক জোড়া স্যান্ডেল কিনে নিস।'

'জ্বে আচ্ছা।'

'বাসায় আসিস। পুরানো এক জোড়া জুতা দিয়ে দেব। তোর পায়ে লাগলে হয়। তোর যা গোদা পা!'

জয়নাল হেসে ফেলল। গোদা পা বলায় সে মনে হল খুব আনন্দ পেয়েছে। মবিন সাহেব বললেন, তুই আমার পেছনে পেছনে আসছিস কেন?

'স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

'জিজ্ঞেস কর।'

'উনাদের নাম কি স্যার?'

'কাদের নাম কি? পরিস্কার করে বল।'

'সাধু। যারা পানির উপর দিয়া হাঁটে।'

'এখনো সেই গল্প মাথায় ঘুরছে? সাধুদের কোন নাম দেয়া নেই, তবে যিনি এই গল্প লিখেছেন তাঁর নাম টলস্টয়। মস্তবড় লেখক।'

'বড় তো স্যার হইবই। সত্য কথা লেখছে। পানির উপরে হাঁটা সহজ ব্যাপার তো না। আচ্ছা স্যার, এই দুনিয়ায় সর্বমোট কয়জন লোক আছে যারা পানির উপরে হাঁটতে পারে?'

মবিন সাহেব উত্তর দিলেন না। বোকা লোকদের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে নেই। উত্তর দিতে গেলে ঝামেলায় পরতে হবে। জয়নালও উত্তরের জন্যে চাপাচাপি করল না। মবিন সাহেবকে তাঁর বাড়ির গেট পর্যন্ত আগিয়ে দিল।

এতদিন ঠাণ্ডায় চলাফেরা করে জয়নালের কিছু হয়নি। গরম কোট পাবার তিন দিনের মাথায় তার ঠাণ্ডা লেগে গেল। প্রথমে সর্দি-জ্বর, তারপর একেবারে শয্যাশায়ী। খবর পেয়ে মবিন সাহেব দেখতে গেলেন। খুপড়ি ঘরের এক কোণায় সে চটের উপর পড়ে আছে। তার গায়ে কোট। কোট পেয়েই সে যে গায়ে দিয়েছে আর বোধহয় খুলেনি। অন্যপাশে হাপরের গনগনে আগুন। এরকম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পশুও থাকতে পারে না। মবিন সাহেব দুঃখিত গলায় বললেন, কেমন আছিস রে?

জয়নাল হাসিমুখে বলল, খুব ভাল আছি স্যার।

www.MurchOna.com

'এই বুঝি তোর ভাল থাকার নমুনা? গায়ে জ্বর আছে?'

'জ্বে না।'

মবিন সাহেব জয়নালের কপালে হাত দিয়ে চমকে উঠলেন, গা পুড়ে যাচ্ছে!

'চিকিৎসা কি হচ্ছে?'

জয়নাল জবাব দিল না। তার মানে চিকিৎসা কিছু হচ্ছে না। অবস্থা যা তাতে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা দরকার। মবিন সাহেবের পক্ষে রোগি নিয়ে টানাটানি করাও সম্ভব না। তাঁর নিজের কাজকর্ম আছে।

'তোর আত্মীয়স্বজন এখানে কে আছে?'

'কেউ নাই স্যার।'

'খাওয়া-দাওয়া কে দিয়ে যায়?'

'চায়ের দোকানের একটা ছেলে আছে, ইয়াকুব নাম, হে দেয়। বড় ভাল ছেলে। অন্তরে খুব মুহব্বত।'

'ছেলেটাকে বলবি আমার সঙ্গে যেন দেখা করে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'চিন্তা করিস না। তোর চিকিৎসার ব্যবস্থা আমি করব।'

জয়নলারে চোখে পানি এসে গেল। মানুষ এত ভাল হয়! সে শার্টের হাতায় চোখ মুছতে মুছতে বলল, স্যারের কাছে একটা আবদার ছেল।

'বল কি আবদার?'

'ঐ গল্পটা যদি আরেকবার বলতেন। গল্পটা শোনার জন্যে মন টানতাছে।'

'কোন গল্প?'

'পানির উপরে দিয়া যে হাঁটতো।'

'ঐ গল্প তো শুনেছিস, আবার কেন?'

'শুনতে মন চায়।'

'জ্বরে মরে যাচ্ছিস, গল্প শুনতে হবে না। বিশ্রাম কর। ঘুমুতে চেষ্টা কর।'

'জ্বে আচ্ছা।'

মবিন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন, জয়নাল বলল, স্যার, আমরা যারা সাধারণ মানুষ তারার জন্যে পানির উপরে দিয়া হাঁটা কি আল্লাপাক নিষেধ কইরা দিছে?

'নিষেধ-টিষেধ কিছু না। মানুষ পানির উপর দিয়ে হাঁটতে পারে না, কিন্তু মাকড়সা পারে। আবার মানুষ উড়তে পারে না কিন্তু পাখি উড়তে পারে। একেক জনের জন্যে একেক ব্যবস্থা এই হল ব্যাপার।'

জয়নাল চোখ-মুখ উজ্জ্বল করে বলল, কিন্তু স্যার, কেউ কেউ পানির উপরে দিয়া হাঁটতে পারে।

www.MurchOna.com

মবিন সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন, না তো। মানুষ আবার পানির উপর দিয়ে হাঁটবে কি ! তাছাড়া তার দরকারইবা কি? মানুষের জন্যে নৌকা আছে। জাহাজ আছে।

'তারপরেও স্যার কেউ কেউ পানির উপরে হাঁটে। আপনে নিজেই বলছেন।

'আরে গাধা, আমি যা বলেছি সেটা হল গল্প।'

জয়নাল বিছানায় উঠে বসল। উত্তেজিত গলায় বলল, গল্প না স্যার, ঘটনা সত্য। কোন কোন মানুষ পানির উপরে দিয়া হাঁটতে পারে। কিচ্ছু হয় না, খালি পায়ের পাতাটা ভিজে।

'চুপ করে ঘুমা তো, গাধা।'

জয়নাল কাতর গলায় বলল, হাত জোড় কইরা আপনেরে একটা কথা বলি স্যার। আমি নিজেই পানির উপরে দিয়া হাঁটতে পারি। সত্যই পারি। এই কথা কোন দিন কেউরে বলি নাই, আইজ আপনেরে বললাম। স্যার, ঘটনাটা আপনেরে বলি?

মবিন সাহেব অনাগ্রহের সঙ্গে বললেন, আচ্ছা আজ থাক, আরেক দিন শুনব।

'আমার খুব শখ বিষয়টা আপনেরে বলি। আপনে হইলেন জ্ঞানী মানুষ, আপনে বুঝবেন। বড়ই আচানক ঘটনা।'

'ঘটনা আরেক দিন শুনব। আজ সময় নেই। রাতের ট্রেনে নেত্রকোনা যাব।'

'জ্বি আচ্ছা, স্যার।'

মবিন সাহেব জয়নালের কথার কোন গুরুত্ব দিলেন না। প্রবল জ্বরে মাথা চড়ে গিয়েছে। আবোল-তাবোল বকছে। মবিন সাহেব বললেন, জয়নাল, আমি যাচ্ছি, চায়ের দোকানের ছেলেটা আসলে পাঠিয়ে দিস। রাত দশটার আগেই যেন আসে। দশটার সময় আমি চলে যাব।

'জ্বি আচ্ছা, স্যার।'

চায়ের দোকানের কোন ছেলে মবিন সাহেবের কাছে এল না। তিনি চলে গেলেন নেত্রকোনা। তিন দিন পার করে ফিরলেন। এসেই জয়নালের খোঁজ নিলেন। সে আগের জায়গায় নেই। জ্বর প্রবল হওয়ায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কামারশালার মালিক সতীশ বলল, অবস্থা সুবিধার না। শ্বাসকষ্ট হইতেছে।

মবিন সাহেব বললেন, ডাক্তার কি বলল? ওর হয়েছে কি?

'নিওমোনিয়া। খুব খারাপ নিওমোনিয়া। ডাক্তার বলছে বাঁচে কি না বাঁচে ঠিক নাই। তবে চিকিৎসা হইতেছে।'

'বল কি!'

www.MurchOna.com

'স্যার, জয়নাল হইল গিয়া আফনের পাগলা কিসিমের মানুষ। শইলের কোন যত্ন নাই। আমার এইখানে আছে দশ বছর। এই দশ বছরে তারে গোসল করতে দেখি নাই। পানির বিষয়ে তার নাকি কি আছে। সে পানির ধারে কাছে যায় না।'

'যায় না কেন?'

'কিছু বলে না, খালি হাসে। তবে স্যার, পাগল কিসিমের লোক হইলেও মানুষ ভাল। ধরেন, আমার এইখানে পইড়া ছিল পেটে-ভাতে। ব্যবসাপাতি নাই, তারে কি দিমু কন। নিজেই চলতে পারি না। কিন্তু স্যার, এই নিয়া কোন দিন একটা কথা সে আমারে বলে নাই। আমারে না জানাইয়া সে মাঝে-মাঝে ইস্টিশনে কুলির কাম করতো। হেই পয়সা দিয়া হে কি করতো জানেন স্যার?'

'কি করতো?'

'দুনিয়ার যত কাউয়ারে পাউরুটি কিন্যা খাওয়াইতো।'

'কেন?'

'বললাম না স্যার, পাগল কিসিমের লোক। তয় মনটা পানির মত পরিস্কার।'

মবিন সাহেব তাকে হাসপাতালে দেখতে গেলেন। বিছানায় মরার মত পড়ে আছে। জ্বরে আচ্ছন্ন। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। বুক কামারের হাপরের মতই উঠানামা করছে। মবিন সাহেব বললেন, কেমন আছিস রে জয়নাল?

জয়নাল অনেক কষ্টে চোখ মেলে বলল, স্যার, ভাল আছি।

'ভাল আছি বলছিস কোন আন্দাজে? তুই তো মরতে বসেছিস রে গাধা।'

জয়নাল থেমে থেমে বলল, আপনারে একটা ঘটনা বলব স্যার। ঘটনাটা না বললে মনটা শান্ত হইব না।

'কি ঘটনা?'

'পানির উপরে দিয়া হাঁটনের ঘটনা। আমি স্যার সাধুও না, পীর-ফকিরও না, কিন্তু আমি . . .'

জয়নাল হাঁপাতে লাগল। তার কপাল দিয়ে টপ টপ করে ঘাম পড়তে লাগল। মবিন সাহেব বললেন, এখন বিশ্রাম কর্ তো। তোর ঘটনা সবই শুনব।

'আপনে স্যার জ্ঞানী মানুষ, আপনে শুনলে বুঝবেন। যা বলব সবই সত্য। আমি জীবনে মিথ্যা বলি নাই। আমি স্যার পানির উপরে দিয়া হাঁটতে পারি। খালি পায়ের পাতা ভিজে আর কিচ্ছু হয় না। বিরাট রহস্য স্যার . . .

'শুনব, তোর বিরাট রহস্য মন দিয়ে শুনব। এখন ঘুমুতে চেষ্টা কর। তোর শরীরের যে অবস্থা দেখছি . . .

'কুত্তাটার জন্যে মনটা টানে স্যার। পাও ভাঙা, নিজে যে হাঁইট্যা চইড়া খাইব

www.MurchOna.com

সেই উপায় নাই। কেউ দিলে খায়, না দিলে উপাস থাকে। বোবা প্রাণী, কাউরে বলতেও পারে না।'

'আচ্ছা, আমি কুকুরটার খোঁজ নিব।'

'আপনের অসীম মেহেরবানী।'

'তুই না-কি কাকদের পাউরুটি ছিঁড়ে খাওয়াস, এটা সত্যি না-কি?'

জয়নাল লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল। মবিন সাহেব বললেন, কাককে পাউরুটি খাওয়ানোর দরকার কি? ওদের তো আর খাবারের অভাব হয়নি। ওদের ডানাও ভাঙেনি।

জয়নাল বিব্রত ভঙ্গিতে বলল — কাউয়ারে কেউ পছন্দ করে না। আদর কইরা কাউয়ারে কেউ খাওন দেয় না। এই ভাইব্যা . . .

'আচ্ছা, ঠিক আছে। তুই আর কথা বলিস না। শুয়ে থাক। আমি কাল এসে আবার খোঁজ নেব।'

'আপনের মত দয়ার মানুষ আমি আর এই জীবনে দেখি নাই।'

জয়নালের চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল।

মবিন সাহেব পরদিন তাকে আবার দেখতে গেলেন। অবস্থা আগের চেয়ে অনেক খারাপ হয়েছে। চোখ লাল। বুক যে ভাবে ওঠা-নামা করছে তাতে মনে হয় শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। রাতে ডাক্তাররা অক্সিজেন দেবার চেষ্টা করেছেন। তাতে তার খুব আপত্তি। কিছুতেই সে নাকের উপর বাটি ধরবে না। আমি বললাম, কেমন আছিস রে জয়নাল?

জয়নাল ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বলল, খুব ভাল আছি স্যার। খুব ভাল। ঘটনাটা বলব?

'কি ঘটনা?'

'পানির উপরে দিয়া হাঁটনের ঘটনা। না বইল্যা যদি মইরা যাই তা হইলে একটা আফসোস থাকব। বলি —? কাছে আইস্যা বসেন। আমি জোরে কথা বলতে পারতেছি না।'

মবিন সাহেব কাছে এসে বসলেন। জয়নাল ফিসফিস করে প্রায় অস্পষ্ট গলায় বলতে লাগল —

'ছোটবেলা থাক্যাই স্যার আমি পানি ভয় পাই। বেজায় ভয়। আমি কোনদিন পুসকুনিতে নামি নাই, নদীতে নামি নাই। একবার মামারবাড়ি গিয়েছি, মামার বাড়ি হল সান্দিকোনা — বাড়ির কাছে নদী। খুব সুন্দর নদী। আমি সন্ধ্যাকালে নদীর পাড় দিয়া হাঁটাহাঁটি করি। একদিন হাঁটতেছি — হঠাৎ শুনি খচমচ শব্দ। নদীর ঐ পাড়ে

www.MurchOna.com

একটা গরুর বাচ্চা পানিতে পড়ে গেছে। গরু–ছাগল এরা কিন্তু স্যার জন্ম থাইক্যা সাঁতার জানে। এরা পানিতে ডুবে না। কিন্তু দেখলাম, এই বাচ্চাটা পানিতে ডুইব্যা যাইতেছে। একবার ডুবে, একবার ভাসে। পায়ের মধ্যে দড়ি পেচাইয়া কিছু একটা হইছে —। বাচ্চাটা এক একবার ভাইস্যা উঠে আমার দিকে চায়। আমারে ডাকে ; তার ডাকের মধ্যে কি কষ্ট ! আমার মাথা হঠাৎ আউলাইয়া গেল। আমি যে সাঁতার জানি না, পানি ভয় পাই কিছুই মনে রইল না — দিলাম দৌড়। এক দৌড়ে বাচ্চার কাছে গিয়া উপস্থিত। পানি থাইকা বাচ্চাটারে টাইন্যা তুইল্যা দেহি আমি নিজে পানির উপরে দাঁড়াইয়া আছি। আমি নদী পার হইছি হাইট্যা, আমার পায়ের পাতাটা খালি ভিজছে। আর কিচ্ছু ভিজে নাই — এখন স্যার আপনে আমারে বলেন বিষয় কি ? ঘটনা কি ?'

মবিন সাহেব বললেন, এরকম কি আরো ঘটেছে ?

'জ্বে না, সেই প্রথম, সেই শেষ। আর কোনদিন আমি পানিতে নামি নাই। এখন আপনে যদি বলেন আরেকবার পানিতে নাইম্যা দেখব। তয় আমি তো সাধুও না — পীর–ফকিরও না . . . '

মবিন সাহেব বললেন, কে বলতে পারে তুই হয়ত বিরাট সাধু — তুই নিজে তা জানিস না।

জয়নাল কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি স্যার সাধারণ মানুষ। অতি সাধারণ, তয় স্যার, সাধু হইতে আমার ইচ্ছা করে। খুব ইচ্ছা করে।

মবিন সাহেব বললেন, আর কথা বলিস না জয়নাল। তোর কষ্ট হচ্ছে, শুয়ে থাক।

'আমার কুত্তাটারে পাইছিলেন ?'

'খোঁজ করছি — এখনো পাইনি। পেলে ভাত খাইয়ে দেব। চিন্তা করিস না। রাতে এসে খোঁজ নিয়ে যাব।'

জয়নাল হাসল। তৃপ্তির হাসি, আনন্দের হাসি।

রাতে খোঁজ নিতে এসে মবিন সাহেব শুনলেন জয়নাল মারা গেছে। মবিন সাহেব অত্যন্ত মন খারাপ করে হাসপাতালের বারান্দায় এসে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন — রাজ্যের কাক বারান্দায় লাইন বেঁধে বসে আছে। তাদের চেয়ে একটু দূরে বসে আছে কোমরভাঙা কুকুর। কি ভাবে সে এতদূর এসেছে কে জানে ?

মবিন সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। এই জগতে কত রহস্যই না আছে ! কোনদিন কি এইসব রহস্য ভেদ হবে ?

www.murchona.com

Mojar Bhoot by Humayun Ahmed

Murchona
Sumbol of Music

For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com